অরূপ রতন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অরূপ রতন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুদর্শনা রাজাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিল। যেখানে বস্তুকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁওয়া যায়, ভাণ্ডারে সঞ্চয় করা যায়, যেখানে ধনজন খ্যাতি, সেইখানে সে বরমাল্য পাঠাইয়াছিল। বুদ্ধির অভিমানে সে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল যে, বুদ্ধির জোরে সে বাহিরেই জীবনের সার্থকতা লাভ করিবে। তাহার সঙ্গিনী সুরঙ্গমা তাহাকে নিষেধ করিয়াছিল। বলিয়াছিল, অন্তরের নিভৃত কক্ষে যেখানে প্রভু স্বয়ং আসিয়া আহ্বান করেন সেখানে তাঁহাকে চিনিয়া লইলে তবেই বাহিরে সর্ব্বত্র তাঁহাকে চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না ;—নহিলে যাহারা মায়ার দ্বারা চোখ ভোলায় তাহাদিগকে রাজা বলিয়া ভুল হইবে। সুদর্শনা এ কথা মানিল না। সে সুবর্ণের রূপ দেখিয়া তাহার কাছে মনে মনে আত্মসমর্পন করিল। তখন কেমন করিয়া তাহার চারিদিকে আগুন লাগিল, অন্তরের রাজাকে ছাড়িতেই কেমন করিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরের নানা মিথ্যা রাজার দলে লড়াই বাধিয়া গেল,—সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল, কেমন করিয়া দুঃখের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল এবং অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া তবে সে তাহার সেই প্রভুর সঙ্গলাভ করিল, যে-প্রভু কোনো বিশেষ রূপে, বিশেষ স্থানে, বিশেষ দ্রব্যে নাই, যে-প্রভু সকল দেশে, সকল কালে; আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়,—এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

এই নাট্যরূপকটি "রাজা" নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—নূতন করিয়া পুনর্লিখিত।

মাঘ ১৩২৬ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অরূপ রতন

১

প্রাসাদ-কুঞ্জ

(গানের দল)

গান

চোখ যে ওদের ছুটে চলে গো
ধনের বাটে মানের বাটে রূপের হাটে
দলে দলে গো।
দেখবে বলে করেছে পণ,
দেখবে কারে জানে না মন,
প্রেমের দেখা দেখে যখন
চোখ ভেসে যায় চোখের জলে গো।
আমায় তোরা ডাকিস না রে,
আমি যাব খেয়ার ঘাটে অরূপ রসের পারাবারে।
উদাস হাওয়া লাগে পালে,
পারের পানে যাবার কালে
চোখ দুটোরে ডুবিয়ে যাব অকূল
সুধা-সাগর তলে গো।

কুঞ্জ-বাতায়ন

(সুদর্শনা ও সুরঙ্গমা)

সুদর্শনা। না, এমন করে চলবে না।

সুরঙ্গমা। কি হয়েচে রাণী ?

সুদর্শনা। আমার সেই অন্ধকার ঘরে একলা তাঁর জন্যে বসে থাকৃতে পারব না।

সুরঙ্গমা। অন্ধকারই যে তোমার আপনার,—সেই অন্ধকারের আঁচল মেলে রাখ, সেইখানে তিনি এসে বসবেন, তা'হলেই তোমার অন্ধকার সার্থক হবে। ফিরে চল রাণী মা।

সুদর্শনা। না, আমি সেই আঁধার ঘরে একলা ঘরে ফিরব না।

সুরঙ্গমা। তোমার আপন ঘরে রাজার সঙ্গে মিল্‌তে চাও না ?

সুদর্শনা। আমি আমার রাজাকে চোখে দেখ্‌তে চাই।

সুরঙ্গমা। যে-চোখে সবাইকে দেখ সেই চোখেই তাঁকেও দেখ্‌বে ?

সুদর্শনা। তোর কথা শুন্‌লে আমার রাগ হয়। তোর প্রভুর ঘর যেমন অন্ধকার, তোর কথাও তেমনি অন্ধকার।

সুরঙ্গমা। অন্ধকার, নীরব অন্ধকার, নিবিড় অন্ধকার, সুধায় ভরে যাক্ সেই অন্ধকার, সেই অন্ধকারের হৃদয় ভেদ করে আলোর ঝরণা ঝরে পড়ুক।

[উভয়ের প্রস্থান

গানের দল

গান

আমি জ্বালব না মোর বাতায়নে প্রদীপ আনি ;
আমি শুনব বসে আঁধারভরা গভীর বাণী।
এ দেহমন মিলায়ে যাক নিশীথরাতে ;
লুকিয়ে-ফোটা এই হৃদয়ের পুষ্পপাতে
থাক্ না ঢাকা মোর বেদনার গন্ধখানি।
আমার সকল কথা উধাও হবে তারার মাঝে,
যেখানে ঐ আঁধার বীণায় আলো বাজে।
আমার সকল দিনের পথ খোঁজা এই হল সারা,
এখন দিগ্‌বিদিকের শেষে এসে দিশাহারা
অসীম আশায় বসে আছি অভয় মানি॥

[প্রস্থান

(সুদর্শনা ও সুরঙ্গমার পুনঃপ্রবেশ)

সুদর্শনা। আচ্ছা সুরঙ্গমা, মাথা খা, সত্যি বল্, আমার রাজাকে দেখ্‌তে কেমন ? যাকে জিজ্ঞাসা করি, কেউ স্পষ্ট জবাব দেয় না।

সুরঙ্গমা। ভাল করে বল্‌তে পারব না। লোকে যাকে কথায় কথায় সুন্দর বলে, তিনি তা নন।

সুদর্শনা। সুন্দর নন্ ?

সুরঙ্গমা। সুন্দর বল্‌লে তাঁকে ছোট করে বলা হয়। সকাল বেলায় যখন তাঁকে প্রণাম করি, তখন এই ধূলোমাটির দিকে তাকাই আর তাতেই মনে হয় আমার নয়ন সার্থক হয়েচে।

সুদর্শনা। আচ্ছা, তাঁকে দেখবার জন্যে তোর সাধ যায় না ?

সুরঙ্গমা। আমি যে তাঁকে চোখে দেখার চেয়েও বেশি করে দেখ্‌তে চাই, তাই তাঁর অন্ধকার

ঘরেই আমি বুক পেতে বসে থাকি, আমি দেখা না-দেখা সমান করে নিয়েচি।

সুদর্শনা। কাল অন্ধকারে যখন তাঁর পায়ের শব্দ শুন্‌লুম আমি তাঁকে হাত জোড় করে বল্লুম "রাজা আমি তোমাকে সকলের মধ্যে স্পষ্ট করে দেখ্‌ব।" তিনি বল্‌লেন, "যদি সকলের ভিতরে আমাকে চিনে নিতে পার তা হলে দেখ্‌তে পাবে। কিন্তু আর কেউ তোমাকে দেখিয়ে দিতে পারবে না।" আমি খুব জোর করে বলেচি—"চিনে নেব, লক্ষ লোকের মধ্যে চিনে নেব, ভুল হবে না।"

সুরঙ্গমা। তাই বুঝি আজ বসন্ত পূর্ণিমার উৎসবে তোমার এই জান্‌লায় এসে দাঁড়িয়েচ?

সুদর্শনা। তাই কেবলি চেয়ে দেখ্‌চি। ঐ দিকে যাই, ঐ যে ওখানে সব দেশ বিদেশের রাজারা আসচে, ওদের মধ্যে একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখি। আমি আজ দেখ্‌ব, দেখ্‌ব, দেখ্‌বই, দুই চোখ মেলে দেখ্‌ব! [প্রস্থান

(গানের দলের প্রবেশ)

গান

কোথা বাইরে দূরে যায়রে উড়ে হায়রে হায়,
তোমার চপল আঁখি বনের পাখী বনে পালায়।
ওগো হৃদয়ে যবে মোহন রবে বাজবে বাঁশী
তখন আপনি সেধে ফিরবে কেঁদে পরবে ফাঁসি।
তখন ঘুচবে ত্বরা ঘুরে মরা হেথা হোথায়।
আহা আজি সে আঁখি বনের পাখী বনে পালায়।
চেয়ে দেখিস্ নারে হৃদয়দ্বারে কে আসে যায়?

তোরা শুনিস্ কানে বারতা আনে দখিন বায় ?
আজি ফুলের বাসে সুখের হাসে আকুল গানে
চির- বসন্ত যে তোমারি খোঁজে এসেছে প্রাণে।
তারে বাইরে খুঁজি ঘুরিছ বুঝি পাগলপ্রায়,
তোমার চপল আঁখি বনের পাখী বনে পালায়।

[প্রস্থান

(একদল পথিক ও প্রহরীর প্রবেশ)

প্রথম পথিক। ওগো মশায়!

প্রহরী। কেন গো ?

দ্বিতীয়। রাস্তা কোথায় ? আমরা বিদেশী, আমাদের রাস্তা বলে দাও!

প্রহরী। কিসের রাস্তা ?

তৃতীয়। ঐ যে শুনেছি আজ কোথায় উৎসব হবে। কোন্ দিক্ দিয়ে যাওয়া যাবে ?

প্রহরী। এখানে সব রাস্তাই রাস্তা। যে দিক দিয়ে যাবে ঠিক পৌঁছবে। সাম্‌নে চলে যাও।

প্রথম। শোন একবার কথা শোন! বলে সবই এক রাস্তা। তাই যদি হবে তবে এতগুলোর দরকার ছিল কি ?

দ্বিতীয়। তা ভাই রাগ করিস্ কেন ? যে দেশের যেমন ব্যবস্থা! আমাদের দেশে ত রাস্তা নেই বল্লেই হয়—বাঁকাচোরা গলি, সে ত গোলক-ধাঁধা। আমাদের রাজা বলে খোলা রাস্তা না থাকাই ভাল—রাস্তা পেলেই প্রজারা বেরিয়ে চলে যাবে। এদেশে উল্টো, যেতেও কেউ ঠেকায় না, আস্‌তেও কেউ মানা করে না—তবু মানুষও ত ঢের দেখছি—এমন খোলা পেলে আমাদের রাজ্য উজাড় হয়ে যেত।

প্রথম। ওহে জনার্দ্দন, তোমার ঐ একটা বড় দোষ।

জনার্দ্দন। কি দোষ দেখ্‌লে ?

প্রথম। নিজের দেশের তুমি বড় নিন্দে কর। খোলা রাস্তাটাই বুঝি ভাল হল ? বল ত ভাই কৌণ্ডিল্য, খোলা রাস্তাটাকে বলে কিনা ভাল !

কৌণ্ডিল্য। ভাই ভবদত্ত, বরাবরই ত দেখে আস্‌চ জনার্দ্দনের ঐ এক রকম ত্যাড়া বুদ্ধি। কোন্‌ দিন বিপদে পড়বেন—রাজার কানে যদি যায় তাহলে মলে ওঁকে শ্মশানে ফেলবার লোক পাবেন না।

ভবদত্ত। আমাদের ত ভাই এই খোলা রাস্তার দেশে এসে অবধি খেয়ে শুয়ে সুখ নেই—দিনরাত গা-ঘিন্‌ঘিন্‌ করচে। কে আস্‌চে কে যাচ্চে তার কোনো ঠিকঠিকানাই নেই—রাম রাম !

কৌণ্ডিল্য। সেও ত ঐ জনার্দ্দনের পরামর্শ শুনেই এসেছি। আমাদের গুষ্টিতে এমন কখনো হয় নি। আমার বাবাকে ত জান—কত বড় মহাত্মা লোক ছিল—শাস্ত্রমতে ঠিক উনপঞ্চাশ হাত মেপে গণ্ডি কেটে তার মধ্যেই সমস্ত জীবনটা কাটিয়ে দিলে—একদিনের জন্যে তার বাইরে পা ফেলেনি। মৃত্যুর পর কথা উঠ্‌ল ঐ উনপঞ্চাশ হাতের মধ্যেই ত দাহ করতে হয়—সে এক বিষম মুস্কিল—শেষকালে শাস্ত্রী বিধান দিলে যে উনপঞ্চাশে যে দুটো অঙ্ক আছে তার বাইরে যাবার জো নেই, অতএব ঐ চার নয় উনপঞ্চাশকে উল্টে নিয়ে নয় চার চুরানব্বই করে দাও—তবেই ত তাকে বাড়ীর বাইরে পোড়াতে পারি, নইলে ঘরেই দাহ করতে হত। বাবা, এত আঁটা- আঁটি ! এ কি যে-সে দেশ পেয়েছ !

ভবদত্ত। বটেই ত, মরতে গেলেও ভাব্‌তে হবে একি কম কথা!

কৌণ্ডিল্য। সেই দেশের মাটিতে শরীর, তবু জনার্দ্দন বলে কিনা, খোলা রাস্তাই ভাল!

[প্রস্থান

(বালকগণকে লইয়া ঠাকুরদাদার প্রবেশ)

ঠাকুরদাদা। ওরে দক্ষিণে হাওয়ার সঙ্গে সমান পাল্লা দিতে হবে—হার মান্‌লে চল্‌বে না—আজ সব রাস্তাই গানে ভাসিয়ে দিয়ে চলব।

গান

আজি দখিন দুয়ার খোলা—
এসহে, এসহে, এসহে, আমার
বসন্ত এস!
দিব হৃদয় দোলায় দোলা,
এসহে, এসহে, এসহে, আমার
বসন্ত এস!
নব শ্যামল শোভন রথে
এস বকুল-বিছানো পথে,
এস বাজায়ে ব্যাকুল বেণু,
মেখে পিয়াল ফুলের রেণু,
এসহে, এসহে, এসহে, আমার
বসন্ত এস!
এস ঘনপল্লবপুঞ্জে
এসহে, এসহে, এসহে।
এস বনমল্লিকাকুঞ্জে
এসহে, এসহে, এসহে।

মৃদু   মধুর মদির হেসে
এস   পাগল হাওয়ার দেশে,
তোমার উতলা উত্তরীয়
তুমি   আকাশে উড়ায়ে দিয়ো,
এসহে, এসহে, এসহে, আমার
বসন্ত এস।

(নাগরিকদলের প্রবেশ)

প্রথম। ঠাকুর্দ্দা, এই প্রাচীন বয়সে ছেলের দলকে নিয়ে মেতে বেড়াচ্চ যে?

ঠাকুরদাদা।। নবীনকে ডাক দিতে বেরিয়েচি।

দ্বিতীয়। সেটা কি তোমাকে শোভা পায়?

ঠাকুরদাদা। ওরে পাকা পাতাই ত ঝরবার সময় নতুন পাতাকে জাগিয়ে দিয়ে যায়।

গান

আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় বারে বারে
ডাক্ দিয়ে যায় নতুন পাতার দ্বারে দ্বারে।

প্রথম। ডাক দিয়েচ সে ত দেখ্‌তে পাচ্চি, পাড়া অস্থির করে তুলেচ। কিন্তু এর দরকার ছিল কি!

ঠাকুরদাদা। আমারই নবীন বয়সকে ওদের মধ্যে খুঁজে পাচ্চি—বুড়োটা ঢাকা পড়ে গেল।

গান

আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় বারে বারে
ডাক্ দিয়ে যায় নতুন পাতার দ্বারে দ্বারে।
তাই ত আমার এই জীবনের বনচ্ছায়ে
ফাগুন আসে ফিরে ফিরে দখিন বায়ে,
নতুন রঙে ফুল ফোটে তাই ভারে ভারে।

দ্বিতীয়। তা তুমি নতুন হয়েই রইলে সে কথা সত্যি, বুড়ো হবার সময় পেলে না।

ঠাকুরদাদা। নিজে নতুন না হলে সেই নতুনকে যে পাইনে।

গান

ওগো আমার নিত্য নূতন দাঁড়াও হেসে,
চলব তোমার নিমন্ত্রণে নবীন বেশে।
দিনের শেষে পথের আলো নিবে যাবে,
সাগরতীরে যাত্রা আমার যেই ফুরাবে
নবীন বাঁশি বাজ্‌বে রাতের অন্ধকারে
ভরবে আকাশ নবীন তারায় সারে সারে।

দ্বিতীয়। রাখো দাদা, তোমার গান রাখ। আজকের দিনে একটা কথা মনে বড় লাগচে।

ঠাকুরদাদা। কি বল্‌ দেখি?

দ্বিতীয়। এবার দেশবিদেশের লোক এসেছে, সবাই বলচে সবই দেখচি ভাল কিন্তু রাজা দেখিনে কেন? কাউকে জবাব দিতে পারিনে। আমাদের দেশে ঐটে বড় একটা ফাঁকা রয়ে গেছে।

ঠাকুরদাদা। ফাঁকা! আমাদের দেশে রাজা এক জায়গায় দেখা দেয় না বলেই ত সমস্ত রাজ্যটা একেবারে রাজায় ঠাসা হয়ে রয়েছে—তাকে বল ফাঁকা! সে যে আমাদের সবাইকেই রাজা করে দিয়েছে।

গান

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই
রাজার রাজত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে
মিল্‌ব কি স্বত্বে!

আমরা যা খুসী তাই করি
তবু তাঁর খুসিতেই চরি,
আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার
ত্রাসের দাসত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে
মিল্‌ব কি স্বত্বে!
রাজা সবারে দেন মান
সে মান আপনি ফিরে পান,
মোদের খাটো করে রাখেনি কেউ
কোনো অসত্যে,
নইলে মোদের রাজার সনে
মিল্‌ব কি স্বত্বে!
আমরা চল্‌ব আপন মতে
শেষে মিল্‌ব তাঁরি পথে,
মোরা মরব না কেউ বিফলতার
বিষম আবর্ত্তে।
নইলে মোদের রাজার সনে
মিল্‌ব কি স্বত্বে!

তৃতীয়। কিন্তু দাদা, যা বল তাঁকে দেখতে পায় না বলে লোকে অনায়াসে তাঁর নামে যা খুসি বলে, সেইটে অসহ্য হয়।

প্রথম। এই দেখ না, আমাকে গাল দিলে শাস্তি আছে কিন্তু রাজাকে গাল দিলে কেউ তার মুখ বন্ধ করবারই নেই।

ঠাকুরদাদা। ওর মানে আছে; প্রজার মধ্যে যে রাজাটুকু মিশিয়ে আছে তারই গায়ে আঘাত লাগে, তার বাইরে যিনি তাঁর গায়ে কিছুই

বাজে না। সূর্য্যের যে তেজ প্রদীপে আছে তাতে ফুঁটুকু সয় না, কিন্তু হাজার লোকে মিলে সূর্য্যে ফুঁ দিলে সূর্য্য অম্লান হয়েই থাকেন। [প্রস্থান

(বিদেশীদলের পুনঃপ্রবেশ)

ভবদত্ত। দেখ ভাই কৌণ্ডিল্য, আসল কথাটা হচ্চে এদের মূলেই রাজা নেই। সকলে মিলে একটা গুজব রটিয়ে রেখেছে।

কৌণ্ডিল্য। আমারো ত তাই মনে হয়েছে। সকল দেশেই রাজাকে দেখে দেশসুদ্ধ লোকের আত্মা-পুরুষ বাঁশপাতার মত হীহী করে কাঁপতে থাকে, আর এখানে রাজাকে খুঁজেও মেলে না! কিছু না হোক্, মাঝে মাঝে বিনা কারণে এক-একবার যদি চোখ পাকিয়ে বলে, বেটার শির লেও, তাহলেও বুঝি রাজার মত রাজা আছে বটে!

জনার্দ্দন। কিন্তু এ রাজ্যে আগাগোড়া যেমন নিয়ম দেখছি, রাজা না থাক্‌লে ত এমন হয় না।

ভবদত্ত। এতকাল রাজার দেশে বাস করে এই বুদ্ধি হল তোমার? নিয়মই যদি থাক্‌বে তাহলে রাজা থাকবার আর দরকার কি?

জনার্দ্দন। এই দেখ না, আজ এত লোক মিলে আনন্দ করচে—রাজা না থাক্‌লে এরা এমন করে মিল্‌তেই পারত না।

ভবদত্ত। ওহে জনার্দ্দন, আসল কথাটাই যে তুমি এড়িয়ে যাচ্চ। একটা নিয়ম আছে সেটা ত দেখ্‌চি, উৎসব হচ্চে সেটাও স্পষ্ট দেখা যাচ্চে, সেখানে ত কোনো গোল বাধ্‌চে না—কিন্তু রাজা কোথায়, তাকে দেখ্‌লে কোথায়, সেইটে বল!

জনার্দ্দন। আমার কথাটা হচ্চে এই যে, তোমরা ত এমন রাজ্য জান যেখানে রাজা কেবল চোখেই

দেখা যায় কিন্তু রাজ্যের মধ্যে তার কোনো পরিচয় নেই, সেখানে কেবল ভূতের কীর্ত্তন— কিন্তু এখানে দেখ—

কৌণ্ডিল্য। আবার ঘুরে ফিরে সেই একই কথা! তুমি ভবদত্তর আসল কথাটার উত্তর দাও না হে —হাঁ, কি, না? রাজাকে দেখেছ, কি, দেখনি?

ভবদত্ত। রেখে দাও ভাই কৌণ্ডিল্য, ওর সঙ্গে মিথ্যে বকাবকি করা। ওর ন্যায়শাস্ত্রটা পর্য্যন্ত এ-দেশী রকমের হয়ে উঠ্‌চে। বিনা চক্ষে ও যখন দেখ্‌তে সুরু করেছে তখন আর ভরসা নেই। বিনা অন্নে কিছুদিন ওকে আহার করতে দিলে আবার বুদ্ধিটা সাধারণ লোকের মত পরিষ্কার হয়ে আস্‌তে পারে। [প্রস্থান

(বাউলের দলের প্রবেশ)

গান

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তায় সকল খানে।
আছে সে নয়ন-তারায় আলোক ধারায়,
তাই না হারায়,
ওগো তাই দেখি তায় যেথায় সেথায়
তাকাই আমি যেদিক পানে॥
আমি তার মুখের কথা
শুনব বলে গেলাম কোথা,
শোনা হলনা, হলনা,
আজ ফিরে এসে নিজের দেশে
এই যে শুনি,
শুনি তাহার বাণী আপন গানে॥

কে তোরা খুঁজিস্ তারে
কাঙাল-বেশে দ্বারে দ্বারে,
দেখা মেলে না মেলে না,—
ও তোরা আয়রে ধেয়ে দেখ্‌রে চেয়ে
আমার বুকে—
ওরে দেখ্‌রে আমার দুই নয়ানে ॥

[প্রস্থান

(একদল পদাতিক ও পথিকের প্রবেশ)

১ম পদাতিক। সরে যাও সব, সরে যাও! তফাৎ যাও!

১ম পথিক। ইস্, তাই ত! মস্তলোক বটে! লম্বা পা ফেলে চল্‌চেন! কেন রে বাপু সর্‌ব কেন? আমরা সব পথের কুকুর না কি?

২য় পদাতিক। আমাদের রাজা আস্‌চেন।

২য় পথিক। রাজা? কোথাকার রাজা?

১ম পদাতিক। আমাদের এই দেশের রাজা।

১ম পথিক। লোকটা পাগল হল নাকি? আমাদের দেশের রাজা পাইক নিয়ে হাঁকতে হাঁকতে আবার রাস্তায় কবে বেরয়?

২য় পদাতিক। মহারাজ আজ আর গোপন থাক্‌বেন না, তিনি স্বয়ং আজ উৎসব করবেন।

২য় পথিক। সত্যি না কি ভাই?

২য় পদাতিক। ঐ দেখ না নিশেন উড়চে!

২য় পথিক। তাইত রে, ওটা নিশেনই ত বটে!

২য় পদাতিক। নিশেনে কিংশুক ফুল আঁকা আছে, দেখচ্ না?

২য় পথিক। ওরে কিংশুক ফুলই ত বটে, মিথ্যে বলেনি—একেবারে লাল টক্‌টক্ করছে!

১ম পদাতিক। তবে! কথাটা যে বড় বিশ্বাস হল না!

২য় পথিক। না দাদা, আমি ত অবিশ্বাস করি নি। ঐ কুম্ভই গোলমাল করেছিল। আমি একটি কথাও বলিনি।

১ম পদাতিক। ওটা বোধ হয় শূন্যকুম্ভ, তাই আওয়াজ বেশি!

২য় পদাতিক। লোকটা কে হে? তোমাদের কে হয়?

২য় পথিক। কেউ না, কেউ না! আমাদের গ্রামের যে মোড়ল ও তার খুড়শ্বশুর—অন্য পাড়ায় বাড়ি।

২য় পদাতিক। হাঁ হাঁ খুড়শ্বশুর গোছের চেহারা বটে, বুদ্ধিটাও নেহাৎ খুড়শ্বশুরে ধাঁচার।

কুম্ভ। অনেক দুঃখে বুদ্ধিটা এই রকম হয়েছে! এই যে সেদিন কোথা থেকে এক রাজা বেরল, নামের গোড়ায় তিনশো পঁয়তাল্লিশটা শ্রী লাগিয়ে ঢাক পিটতে পিটতে সহর ঘুরে বেড়াল—আমি তার পিছনে কি কম ফিরেছি? কত ভোগ দিলেম, কত সেবা করলেম, ভিটেমাটি বিকিয়ে যাবার জো হল। শেষকালে তার রাজাগিরি রইল কোথায়? লোকে যখন তার কাছে তালুক চায়, মুলুক চায় সে তখন পাঁজিপুঁথি খুলে শুভদিন কিছুতেই খুঁজে পায় না। কিন্তু আমাদের কাছে খাজনা নেবার বেলায় মঘা অশ্লেষা ত্র্যস্পর্শ কিছুই ত বাধত না!

২য় পদাতিক। হাঁ হে কুম্ভ, আমাদের রাজাকে তুমি সেই রকম মেকি রাজা বল্‌তে চাও!

কুম্ভ। না বাবা, রাগ কোরো না। আমি নাকে খৎ দিচ্চি—যতদূর সরতে বল তত দূরই সরে দাঁড়াব।

২য় পদাতিক। আচ্ছা, বেশ এইখানে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাক। রাজা এলেন বলে—আমরা এগিয়ে গিয়ে রাস্তা ঠিক করে রাখি।

[পদাতিকদের প্রস্থান

মাধব। কুম্ভ, তোমার ঐ মুখের দোষেই তুমি মর্‌বে!

কুম্ভ। না ভাই মাধব, ও মুখের দোষ নয়, ও কপালের দোষ। যেবারে মিছে রাজা বেরল একটি কথাও কইনি—অত্যন্ত ভালমানুষের মত নিজের সর্ব্বনাশ করেছি—আর এবার হয়ত-বা সত্যি রাজা বেরিয়েছে, তাই বেফাঁস কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ওটা কপাল!

মাধব। আমি এই বুঝি, রাজা সত্যি হোক্ মিথ্যে হোক্, মেনে চল্‌তেই হবে। আমরা কি রাজা চিনি যে বিচার কর্‌ব! অন্ধকারে ঢেলা মারা—যত বেশী মারবে একটা না একটা লেগে যাবে। আমি তাই একধার থেকে গড় করে যাই—সত্যি হলে লাভ, মিথ্যে হলেই বা লোকসান কি!

কুম্ভ। ঢেলাগুলো নেহাৎ ঢেলা হলে ভাবনা ছিল না—দামী জিনিষ—বাজে খরচ করতে গিয়ে ফতুর হতে হয়।

মাধব। ঐ যে আস্‌চেন রাজা। আহা রাজার মত রাজা বটে! কি চেহারা! যেন ননীর পুতুল! কেমন হে কুম্ভ, এখন কি মনে হচ্চে!

কুম্ভ। দেখাচ্চে ভাল—কি জানি ভাই হতে পারে।

মাধব। ঠিক যেন রাজাটি গড়ে রেখেছে! ভয় হয়, পাছে রোদ্দুর লাগ্‌লে গলে যায়!

(রাজবেশধারীর প্রবেশ)

মাধব। জয় মহারাজের! দর্শনের জন্যে সকাল থেকে দাঁড়িয়ে। দয়া রাখ্‌বেন।

কুম্ভ। বড় ধাঁধা ঠেকছে, ঠাকুরদাদাকে ডেকে আনি। [প্রস্থান

(আর একদল পথিকের প্রবেশ)

প্রথম। ওরে রাজা রে রাজা! দেখ্‌বি আয়!

দ্বিতীয়। মনে রেখো রাজা, আমি কুশলীবস্তুর উদয়দত্তর নাতি। আমার নাম বিরাজ দত্ত। রাজা বেরিয়েছে শুনেই ছুটেছি, লোকের কারো কথায় কান দিইনি—আমি সকলের আগে তোমাকে মেনেছি।

তৃতীয়। শোন একবার, আমি যে ভোর থেকে এখানে দাঁড়িয়ে—তখনো কাক ডাকেনি—এতক্ষণ ছিলে কোথায়? রাজা, আমি বিক্রমস্থলীর ভদ্রসেন, ভক্তকে স্মরণ রেখ।

রাজবেশী। তোমাদের ভক্তিতে বড় প্রীত হলেম।

বিরাজ দত্ত। মহারাজ আমাদের অভাব বিস্তর—এতদিন দর্শন পাইনি, জানাব কাকে?

রাজবেশী। তোমাদের সমস্ত অভাব মিটিয়ে দেব।
[প্রস্থান

১ম পথিক। ওরে পিছিয়ে থাকলে চল্‌বে না—ভিড়ে মিশে গেলে রাজার চোখে পড়ব না!

মাধব। দেখ্ দেখ্ একবার নরোত্তমের কাণ্ডখানা দেখ! আমরা এত লোক আছি, সবাইকে ঠেলেঠুলে কোথা থেকে এক তালপাতার পাখা নিয়ে রাজাকে বাতাস কর্‌তে লেগে গেছে!

২য় পথিক। তাই ত হে, লোকটার আস্পর্দ্ধা ত কম নয়!

মাধব। ওকে জোর করে ধরে সরিয়ে দিতে হচ্চে—ওকি রাজার পাশে দাঁড়াবার যুগ্যি!

২য় পথিক। ওহে রাজা কি আর এটুকু বুঝবে না? এযে অতিভক্তি!

মাধব। না হে না—রাজাদের যদি মগজই থাক্‌বে তাহলে মুকুট থাকবার দরকার কি! ঐ তাল-পাথার হাওয়া খেয়েই ভুল্‌বে!

[সকলের প্রস্থান

(ঠাকুরদাদাকে লইয়া কুম্ভের প্রবেশ)

কুম্ভ। এখনি এই রাস্তা দিয়েই যে গেল!

ঠাকুরদাদা। রাস্তা দিয়ে গেলেই রাজা হয় নাকি রে!

কুম্ভ। দাদা, একেবারে স্পষ্ট চোখে দেখা গেল—একজন না দুজন না, রাস্তার দুধারের লোক তাকে দেখে নিয়েচে।

ঠাকুরদাদা। সেই জন্যেই ত সন্দেহ। কবে আমার রাজা রাস্তার লোকের চোখ ধাঁদিয়ে বেড়ায়!

কুম্ভ। তা আজকে যদি মর্জ্জি হয়ে থাকে, বলা যায় কি!

ঠাকুরদাদা। বলা যায় রে বলা যায়—আমার রাজার মর্জ্জি বরাবর ঠিক আছে—ঘড়ি ঘড়ি বদলায় না!

কুম্ভ। কিন্তু কি বলব দাদা—একেবারে ননীর পুতুলটি! ইচ্ছে করে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে তাকে ছায়া করে রাখি!

ঠাকুরদাদা। তোর এমন বুদ্ধি কবে হল? আমার রাজা ননীর পুতুল, আর তুই তাকে ছায়া করে রাখবি!

কুম্ভ। যা বল দাদা, দেখ্‌তে বড় সুন্দর—আজ ত

এত লোক জুটেছে অমনটি কাউকে দেখলুম না!

ঠাকুরদাদা। আমার রাজা তোদের চোখেই পড়ত না।

কুম্ভ। ধ্বজা দেখ্‌তে পেলুম যে গো! লোকে যে বলে, এই উৎসবে রাজা বেরিয়েচে।

ঠাকুরদাদা। বেরিয়েচে বই কি। কিন্তু সঙ্গে পাইক নেই, বাদ্যি নেই।

কুম্ভ। কেউ বুঝি ধরতেই পারে না।

ঠাকুরদাদা। হয় ত কেউ কেউ পারে!

কুম্ভ। যে পারে সে বোধ হয় যা চায় তাই পায়।

ঠাকুরদাদা। সে কিচ্ছু চায় না। ভিক্ষুকের কর্ম্ম নয় রাজাকে চেনা। ছোট ভিক্ষুক বড় ভিক্ষুক-কেই রাজা বলে মনে করে বসে।—ঐ যে আমার পাগ্‌লা আস্‌চে! আয় ভাই আয়—আর ত বাজে বক্‌তে পারিনে—একটু মাতামাতি করে নেওয়া যাক্!

(পাগলের প্রবেশ)

গান

আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে
আমার মনে।
সে আছে বলে
আমার আকাশ জুড়ে ফোটে তারা রাতে,
প্রাতে ফুল ফুটে রয় বনে আমার বনে।
সে আছে বলে চোখের তারার আলোয়
এত রূপের খেলা রঙের মেলা
অসীম শাদায় কালোয়!

সে মোর সঙ্গে থাকে বলে
আমার অঙ্গে অঙ্গে হরষ জাগায়
দখিন সমীরণে !
তারি বাণী হঠাৎ উঠে পূরে
আন্‌মনা কোন্ তানের মাঝে
আমার গানের সুরে।
দুখের দোলে হঠাৎ মোরে দোলায়,
কাজের মাঝে লুকিয়ে থেকে
আমারে কাজ ভোলায় !
সে মোর চির দিনের বলে—
তারি পুলকে মোর পলকগুলি
ভরে ক্ষণে ক্ষণে।
[প্রস্থান

(গানের দলের প্রবেশ)

গান

মোর বীণা উঠে কোন্ সুরে বাজি'
কোন্ নব চঞ্চল-ছন্দে।
মম অন্তর কম্পিত আজি
নিখিলের হৃদয়-স্পন্দে ॥
আসে কোন্ তরুণ অশান্ত,
উড়ে বসনাঞ্চল-প্রান্ত,
আলোকের নৃত্যে বনান্ত
মুখরিত অধীর আনন্দে ॥

অম্বর-প্রাঙ্গণ মাঝে
নিঃস্বর মঞ্জীর গুঞ্জে।
অশ্রুত সেই তালে বাজে
করতালি পল্লবপুঞ্জে।

কার পদ-পরশন-আশা
তৃণে তৃণে অর্পিল ভাষা ;
সমীরণ বন্ধনহারা
উন্মন কোন্ বন-গন্ধে ॥

(রাজা বিজয়বর্ম্মা, বিক্রমবাহু ও বসুসেনের প্রবেশ)

বসুসেন। এখানকার রাজা কি আমাদেরও দেখা দেবে না ?

বিক্রম। এর রাজত্ব করবার প্রণালী কি রকম ? রাজার বনে উৎসব, সেখানেও সাধারণ লোকের কারো কোনো বাধা নেই ?

বিজয়। আমাদের জন্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জায়গা তৈরি করে রাখা উচিত ছিল।

বিক্রম। জোর করে নিজেরা তৈরি করে নেব।

বিজয়। এই সব দেখেই সন্দেহ হয়, এখানে রাজা নেই, একটা ফাঁকি চলে আস্‌চে।

বসুসেন। ওহে তা হতে পারে, কিন্তু এখানকার রাণী সুদর্শনা নিতান্ত ফাঁকি নয়।

বিজয়। তাঁকে দেখা চাই। যিনি দেখা দেন না তাঁর জন্যে আমার ঔৎসুক্য নেই, কিন্তু যিনি দেখবার যোগ্য তাঁকে না দেখে ফিরে গেলে ঠক্‌তে হবে।

বিক্রম। একটা ফন্দী দেখাই যাক্ না।

বসুসেন। ফন্দী জিনিসটা খুব ভাল, যদি তার মধ্যে নিজে আট্‌কা না পড়া যায়।

বিক্রম। এই দেখ, এই বাঁদরগুলো ঘাড়ের উপর এসে পড়ল বুঝি ! কে তোমরা ?

(সদলে ঠাকুরদাদার প্রবেশ)

ঠাকুরদাদা। আমরা অকিঞ্চনের দল।

বসুসেন। সে পরিচয় দেওয়াই বাহুল্য। কিন্তু তফাৎ দিয়ে যাও, আমাদের ঘাড়ে এসে পোড়ো না।

ঠাকুরদাদা। আমাদের জায়গার অভাব নেই, যত দূর পর্য্যন্ত সরতে বলেন সরে গিয়েও আমাদের কুলবে। আমরা যতটুকু নিয়ে কাজ চালাই তার অংশের জন্য কেউ কাড়াকাড়ি করবে না। কি বলিস্ ভাই ?

গান

মোদের কিছু নাই রে নাই,
আমরা ঘরে বাইরে গাই
তাইরে নাইরে নাইরে না।
যত দিবস যায় রে যায়
গাই রে সুখে হায় রে হায়
তাইরে নাইরে নাইরে না।
যারা সোনার চোরা বালির পরে
পাকা ঘরের ভিত্তি গড়ে,
তাদের সামনে মোরা গান গেয়ে যাই
তাইরে নাইরে নাইরে না।
যখন থেকে থেকে গাঁঠের পানে
গাঁঠকাটারা দৃষ্টি হানে,
তখন শূন্য ঝুলি দেখায়ে গাই
তাইরে নাইরে নাইরে না।
যখন দ্বারে আসে মরণ বুড়ি
মুখে তাহার বাজাই তুড়ি,
তখন তান দিয়ে গান জুড়ি রে ভাই
তাইরে নাইরে নাইরে না।

এ যে বসন্তরাজ এসেছে আজ
 বাইরে তাহার উজ্জ্বল সাজ,
ওরে অন্তরে তার বৈরাগী গায়
  তাইরে নাইরে নাইরে না।
সে যে উৎসব-দিন চুকিয়ে দিয়ে
 ঝরিয়ে দিয়ে শুকিয়ে দিয়ে
দুই রিক্ত হাতে তাল দিয়ে গায়
  তাইরে নাইরে নাইরে না।

[প্রস্থান

বিক্রম। এদিকে এরা কারা আস্‌চে? সং না কি? রাজা সেজেছে।

বিজয়। এ তামাসা এখানকার রাজা সইতে পারে কিন্তু আমরা সইব না ত।

বসুসেন। কোথাকার গ্রাম্যরাজা হতেও পারে।

(পদাতিকগণের প্রবেশ)

বিক্রম। তোমাদের রাজা কোথাকার?

১ম পদাতিক। এই দেশের। তিনি আজ উৎসব করতে বেরিয়েছেন। [প্রস্থান

বিজয়। এ কি কথা! এখানকার রাজা বেরিয়েছে!

বসুসেন। তাই ত! তা হলে এঁকেই দেখে ফিরতে হবে! অন্য দর্শনীয়টা?

বিক্রম। শোনো কেন? এখানে রাজা নেই বলেই যে-খুসি নির্ভাবনায় আপনাকে রাজা বলে পরিচয় দেয়। দেখ্‌ছ না, যেন সেজে এসেছে—অত্যন্ত বেশি সাজ!

বসুসেন। কিন্তু লোকটাকে দেখাচ্ছে ভাল, চোখ ভোলাবার মত চেহারাটা আছে।

বিক্রম। চোখ ভুলতে পারে কিন্তু ভাল করে তাকালেই ভুল থাকে না। আমি তোমাদের সাম্‌নেই ওর ফাঁকি ধরে দিচ্চি।

(রাজবেশী সুবর্ণের প্রবেশ)

সুবর্ণ। রাজগণ, স্বাগত! এখানে তোমাদের অভ্যর্থনার কোনো ত্রুটি হয় নি ত?

রাজগণ। (কপট বিনয়ে নমস্কার করিয়া) কিছু না।

বিক্রম। যে অভাব ছিল তা মহারাজের দর্শনেই পূর্ণ হয়েছে।

সুবর্ণ। আমি সাধারণের দর্শনীয় নই কিন্তু তোমরা আমার অনুগত, এই জন্য একবার দেখা দিতে এলুম।

বিক্রম। অনুগ্রহের এত আতিশয্য সহ করা কঠিন।

সুবর্ণ। আমি অধিক ক্ষণ থাকব না।

বিক্রম। সেটা অনুভবেই বুঝেছি—বেশি ক্ষণ স্থায়ী হবার ভাব দেখ্‌চিনে।

সুবর্ণ। ইতিমধ্যে যদি কোনো প্রার্থনা থাকে—

বিক্রম। আছে বই কি। কিন্তু অনুচরদের সাম্‌নে জানাতে লজ্জা বোধ করি।

সুবর্ণ। (অনুবর্ত্তীদের প্রতি) ক্ষণকালের জন্য তোমরা দূরে যাও—এইবার তোমাদের প্রার্থনা অসঙ্কোচে জানাতে পার।

বিক্রম। অসঙ্কোচেই জানাব—তোমারো যেন লেশমাত্র সঙ্কোচ না হয়।

সুবর্ণ। না, সে আশঙ্কা কোরো না।

বিক্রম। এস তবে—মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আমাদের প্রত্যেককে প্রণাম কর।

সুবর্ণ। বোধ হচ্চে আমার ভৃত্যগণ বারুণী মদ্যটা রাজশিবিরে কিছু মুক্ত হস্তেই বিতরণ করেছে।

বিক্রম। ভণ্ডরাজ, মদ যাকে বলে সেটা তোমার ভাগেই অতিমাত্রায় পড়েছে সেই জন্যেই এখন ধূলোয় লোটাবার অবস্থা হয়েছে।

সুবর্ণ। রাজগণ, পরিহাসটা রাজোচিত নয়।

বিক্রম। পরিহাসের অধিকার যাদের আছে তারা নিকটেই প্রস্তুত। সেনাপতি!

সুবর্ণ। আর প্রয়োজন নেই। স্পষ্টই দেখ্‌তে পাচ্চিঁ আপনারা আমার প্রণম্য। মাথা আপনিই নত হচ্চে, কোনো তীক্ষ্ণ উপায়ে তাকে ধূলায় টানবার দরকার হবে না। আপনারা যখন আমাকে চিনেছেন তখন আমিও আপনাদের চিনে নিলুম! অতএব এই আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। যদি দয়া করে পালাতে অনুমতি দেন তাহলে বিলম্ব করব না।

বিক্রম। পালাবে কেন? তোমাকেই আমরা এখানকার রাজা করে দিচ্ছি—পরিহাসটা শেষ করেই যাওয়া যাক্‌। দলবল কিছু আছে?

সুবর্ণ। আছে। আরম্ভে যখন আমার দল বেশী ছিল না, তখন সবাই সন্দেহ করছিল—লোক যত বেঁড়ে গেল, সন্দেহ ততই দূর হল। এখন ভিড়ের লোক নিজেদের ভিড় দেখেই মুগ্ধ হয়ে যাচ্চে, আমাকে কোনো কষ্ট পেতে হচ্চে না।

বিক্রম। বেশ কথা। এখন থেকে আমরা তোমায় সাহায্য করব। কিন্তু তোমাকে আমাদেরও একটা কাজ করে দিতে হবে।

সুবর্ণ। আপনাদের দত্ত আদেশ এবং মুকুট আমি মাথায় করে রাখব।

বিক্রম। আর কিছু চাইনে, রাণী সুদর্শনাকে দেখ্‌তে চাই—সেইটে তোমাকে করে দিতে হবে।

সুবর্ণ। যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

বিক্রম। তোমার সাধ্যের উপর ভরসা নাই, আমাদের বুদ্ধিমত চল্‌তে হবে। আচ্ছা, এখন তুমি কুঞ্জে প্রবেশ করে রাজ-আড়ম্বরে উৎসব করগে।

[সুবর্ণের প্রস্থান

বিজয়। দেখ দেখ সেই লোকটা আবার এক দল লোক নিয়ে আস্‌চে।

বসুসেন। ও যেন উৎসবের খেয়া পার করচে ; নতুন নতুন দলকে দ্বারের কাছ পর্য্যন্ত পৌঁছে দিচ্চে।

(সদলে ঠাকুরদাদার প্রবেশ)

বিজয়। কি হে, তুমি যে কখন কোথা দিয়ে ঘুরে আসচ, তার ঠিকানা পাবার যো নেই।

ঠাকুরদাদা। আমরা নটরাজের চেলা, তিনি ঘুরচেন আর ঘুরিয়ে বেড়াচ্চেন। কোথাও দাঁড়িয়ে থাকবার জো কি—শিঙ্গা যে বেজে উঠ্‌চে।

নৃত্য ও গীত

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।
তারি সঙ্গে কি মৃদঙ্গে সদা বাজে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ ॥
হাসিকান্না হীরাপান্না দোলে ভালে,
কাঁপে ছন্দে ভালমন্দ তালে তালে,
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে,
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।
কি আনন্দ, কি আনন্দ, কি আনন্দ,
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ,
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ ॥

[প্রস্থান

বিক্রম। লোকটার মধ্যে কিছু কৌতুক আছে।

বসুসেন। কিন্তু এ সব লোকের কৌতুকে যোগ দেওয়া কিছু নয়—প্রশ্রয় দেওয়া হয়—চল সরে যাই। [রাজাদের প্রস্থান

(সদলে ঠাকুরদাদা ও নাগরিক দলের প্রবেশ)

১ম। ঠাকুর্দ্দা, আমাদের রাজা নেই, এ কথা ছ'শো বার বল্‌ব।

ঠাকুরদাদা। কেবলমাত্র ছ'শো বার! এত কঠিন সংযমের দরকার কি—পাঁচশো বার বল না।

২য়। ফাঁকি দিয়ে কতদিন তোমরা মানুষকে ভুলিয়ে রাখ্‌বে!

ঠাকুরদাদা। নিজেও ভুলেছি ভাই।

৩য়। আমরা চারদিকে প্রচার করে বেড়াব, আমাদের রাজা নেই।

ঠাকুরদাদা। কার সঙ্গে ঝগড়া করবে বল? তোমাদের রাজা ত কারো কানে ধরে বল্‌চেন না—আমি আছি। তিনি ত বলেন তোমরাই আছ, তাঁর সবই ত তোমাদেরই জন্যে।

১ম। এই ত আমরা রাস্তা দিয়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছি, রাজা নেই—যদি রাজা থাকে, সে কি করতে পারে করুক্ না।

ঠাকুরদাদা। কিচ্ছু করবে না।

২য়। আমার পঁচিশ বছরের ছেলেটা সাত দিনের জ্বরে মারা গেল! দেশে যদি ধর্ম্মের রাজা থাকবে, তবে কি এমন অকাল মৃত্যু ঘটে!

ঠাকুরদাদা। ওরে তবু ত এখনো তোর দু ছেলে আছে—আমার যে একে একে পাঁচ ছেলে মারা গেল, একটি বাকি রইল না।

৩য়। তবে?

ঠাকুরদাদা। তবে কিরে? ছেলে ত গেলই, তাই বলে কি ঝগড়া করে রাজাকেও হারাব? এম্নি বোকা!

১ম। ঘরে যাদের অন্ন জোটে না, তাদের আবার রাজা কিসের!

ঠাকুরদাদা। ঠিক বলেছিস্ ভাই। তা সেই অন্ন-রাজাকেই খুঁজে বের কর্! ঘরে বসে হাহাকার করলেই ত তিনি দর্শন দেবেন না।

২য়। আমাদের রাজার বিচারটা কি রকম দেখ না। ঐ আমাদের ভদ্রসেন, রাজা বল্‌তে সে একেবারে গলে পড়ে, কিন্তু তার ঘরের এমন দশা যে চাম্‌-চিকেগুলোরও থাক্‌বার কষ্ট হয়।

ঠাকুরদাদা। আমার দশাটাই দেখ না। রাজার দরজায় সমস্ত দিনই ত খাট্‌চি, আজ পর্য্যন্ত দুটো পয়সা পুরস্কার মিল্‌ল না।

৩য়। তবে?

ঠাকুরদাদা। তবে কিরে? তাই নিয়েই ত আমার অহঙ্কার। বন্ধুকে কি কেউ কোন দিন পুরস্কার দেয়? তা যা ভাই, আনন্দ করে বলে বেড়া গে, রাজা নেই। আজ আমাদের নানা সুরের উৎসব—সব সুরই ঠিক একতানে মিলবে।

গান

বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা?
দেখিস্‌নে কি শুক্‌নো পাতা ঝরাফুলের খেলা।
যে ঢেউ ওঠে তারি সুরে
বাজে কি গান সাগর জুড়ে?
যে ঢেউ পড়ে তাহারো সুর জাগ্‌চে সারা বেলা।
আমার প্রভুর পায়ের তলে
শুধুই কিরে মাণিক জ্বলে?

চরণে তাঁর লুটিয়ে কাঁদে লক্ষ মাটির ঢেলা।
আমার গুরুর আসন কাছে
সুবোধ ছেলে ক'জন আছে,
অবোধ জনে কোল দিয়েছেন
তাই আমি তাঁর চেলা।

[প্রস্থান

(সুবর্ণ ও রাজা বিক্রমের প্রবেশ)

বিক্রম। যেমন পরামর্শ দিয়েছি, ঠিক সেই রকম কোরো। ভুল কোরো না।

সুবর্ণ। ভুল হবে না।

বিক্রম। করভোত্থানের মধ্যেই রাণী সুদর্শনার প্রাসাদ।

সুবর্ণ। হাঁ মহারাজ, সে জায়গাটা চিহ্ন দিয়ে রেখেছি।

বিক্রম। সেই উদ্যানে আগুন লাগাবে। তার পর অগ্নিদাহের গোলমালে কাজ সিদ্ধ করব।

সুবর্ণ। অন্যথা হবে না।

কাঞ্চী। দেখ হে ভণ্ডরাজ, আমরা মিথ্যা সাবধান হচ্চি, এদেশে রাজা নেই।

সুবর্ণ। আমি সেই অরাজকতা দূর করতে বেরিয়েচি, সাধারণের জন্যে সত্য হোক মিথ্যা হোক, একটা রাজা চাই; নইলে অনিষ্ট ঘটে।

[উভয়ের প্রস্থান

(গানেরদলের প্রবেশ)

গান

বাহিরে ভুল হান্‌বে যখন
অন্তরে ভুল ভাঙবে কি ?
বিষাদ বিষে জ্বলে শেষে
তোমার প্রসাদ মাঙবে কি ?

রৌদ্রদাহ হলে সারা
নামবে কি ওর বর্ষাধারা ?
লাজের রাঙা মিটলে, হৃদয়
প্রেমের রঙে রাঙবে কি ?
যতই যাবে দূরের পানে
বাঁধন ততই কঠিন হয়ে
টানবে না কি ব্যথার টানে ?
অভিমানের কালো মেঘে
বাদল হাওয়া লাগ্‌বে বেগে
নয়ন জলের আবেগ তখন
কোনোই বাধা মানবে কি ?

[প্রস্থান

কুঞ্জ-বাতায়ন

সুদর্শনা ও সুরঙ্গমা

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, ভুল তোরা করতে পারিস্, কিন্তু আমার কখনোই ভুল হতে পারে না। আমি হলুম রাণী। ঐ ত আমার রাজাই বটে।

সুরঙ্গমা। কাকে তুমি রাজা বলচ, রাণী মা ?

সুদর্শনা। ঐ যার মাথায় ফুলের ছাতা ধরে আছে।

সুরঙ্গমা। ঐ যাঁর পতাকায় কিংশুক আঁকা ?

সুদর্শনা। আমি ত দেখবামাত্রই চিনেছি, তোর মনে কেন সন্দেহ আসচে ?

সুরঙ্গমা। ও তোমার রাজা নয়। আমি যে ওকে চিনি।

সুদর্শনা। ও কে ?

সুরঙ্গমা। ও সুবর্ণ। ও জুয়ো খেলে বেড়ায়।

সুদর্শনা। মিথ্যে কথা বলিস্ নে। সবাই ওকে রাজা বল্‌চে—তুই বুঝি সকলের চেয়ে বেশী জানিস্?

সুরঙ্গমা। ও যে সবাইকে মিথ্যে লোভ দেখাচ্চে, সেই জন্যে সবাই ওর বশ হয়েছে। যখন ভুল ভাঙ্গবে, তখন হায় হায় করে মরবে।

সুদর্শনা। তোর বড় অহঙ্কার হয়েচে। তুই আমার চেয়ে চিনিস্?

সুরঙ্গমা। যদি আমার অহঙ্কার থাকৃত, তা হলে আমি চিন্‌তে পারতুম্ না।

সুদর্শনা। আমি ওকেই মালা পাঠিয়ে দিয়েচি।

সুরঙ্গমা। সে মালা সাপ হয়ে তোমাকে এসে দংশন করবে।

সুদর্শনা। আমাকে অভিসম্পাত! তোর তো আস্পর্দ্ধা কম নয়। যা এখান থেকে চলে, আমি তোর মুখ দেখ্‌ব না। [সুরঙ্গমার প্রস্থান

(গানের দলের প্রবেশ)

গান

আকাশ হতে খস্‌ল তারা
আঁধার রাতে পথহারা।
প্রভাত তারে খুঁজতে যাবে ধরার ধূলায় খুঁজে পাবে
তৃণে তৃণে শিশিরধারা।
দুখের পথে গেল চলে,
নিব্‌ল আলো, মর্‌ল জ্বলে।
রবির আলো নেমে এসে
মিলিয়ে নেবে ভালবেসে
দুঃখ তখন হবে সারা।

[প্রস্থান

সুদর্শনা। আমার মন আজ এমনই চঞ্চল হয়েচে। এমন ত কোনো দিন হয় না। সুরঙ্গমা!

(সুরঙ্গমার প্রবেশ)

সুদর্শনা। আমার মালা কি ভুল পথেই গেছে?

সুরঙ্গমা। হাঁ রাণী।

সুদর্শন। আবার সেই একই কথা? আচ্ছা বেশ ভুল করেচি, বেশ করেচি। তিনি কেন নিজে দেখা দিয়ে ভুল ভাঙিয়ে দেন না? কিন্তু তোর কথা মানব না। যা আমার কাছ থেকে— মিছিমিছি আমার মনে ধাঁদা লাগিয়ে দিস্‌নে।

[সুরঙ্গমার প্রস্থান

ভগবান চন্দ্রমা আজ আমার চঞ্চলতার উপরে তুমি কেবলি কটাক্ষপাত করচ। স্মিত কৌতুকে সমস্ত আকাশ ভরে গেল যে! প্রতিহারী!

প্রতিহারী। কি মহারাণী!

সুদর্শনা। ঐ যে আম্রবন-বীথিকায় উৎসব-বালকেরা গান গেয়ে যাচ্চে, ডাক্ ডাক্ ওদের ডেকে নিয়ে আন্। একটু গান শুনি।

(বালকগণের প্রবেশ)

এস এস সব মূর্ত্তিমান কিশোর বসন্ত, ধর তোমাদের গান। আমার সমস্ত দেহমন গান গাইচে, কণ্ঠে আস্‌চে না। আমার হয়ে তোমরা গাও।

গান

মালা-হতে-খসে-পড়া ফুলের একটি দল
মাথায় আমার ধরতে দাও গো ধরতে দাও,
ঐ মাধুরী-সরোবরের নাই যে কোথাও তল
হোথায় আমায় ডুবতে দাও গো মরতে দাও।

দাও গো মুছে আমার ভালে অপমানের লিখা,
নিভৃতে আজ বন্ধু তোমার আপন হাতের টীকা
ললাটে মোর পরতে দাও গো পরতে দাও।

বহুক তোমার ঝড়ের হাওয়া আমার ফুলবনে,
শুকনো পাতা মলিন কুসুম ঝরতে দাও।
পথ জুড়ে যা পড়ে' আছে আমার এ জীবনে
দাও গো তাদের সরতে দাও গো সরতে দাও।

তোমার মহাভাণ্ডারে যে আছে অনেক ধন,
কুড়িয়ে বেড়াই মুঠা ভরে,' ভরে না তায় মন,
অন্তরেতে জীবন আমার ভরতে দাও॥

সুদর্শনা। হয়েছে হয়েছে আর না! তোমাদের এই গান শুনে চোখে জল ভরে আস্‌ছে—আমার মনে হচ্চে যা পাবার জিনিষ তাকে হাতে পাবার জো নেই—তাকে হাতে পাবার দরকার নেই।

[প্রণাম করিয়া বালকগণের প্রস্থান

কুঞ্জদ্বার

(ঠাকুরদাদা ও একদল লোক)

ঠাকুরদাদা। কি ভাই, হল তোমাদের?

১ম। খুব হল ঠাকুর্দ্দা। এই দেখ না একেবারে লালে লাল করে দিয়েচে! কেউ বাকি নেই।

ঠাকুরদাদা। বলিস্ কি? রাজাগুলোকে সুদ্ধ রাঙিয়েছে না কি?

২য়। ওরে বাস্‌রে! কাছে ঘেঁসে কে! তারা সব বেড়ার মধ্যে খাড়া হয়ে রইল!

ঠাকুরদাদা। হায় হায় বড় ফাঁকিতে পড়েছে। একটুও রং ধরাতে পারলিনে? জোর করে ঢুকে পড়তে হয়।

৩য়। ও দাদা, তাদের রাঙা, সে আরেক রঙের। তাদের চক্ষু রাঙা, তাদের পাইকগুলোর পাগ্‌ড়ি রাঙা, তার উপরে খোলা তলোয়ারের যে রকম ভঙ্গী দেখ্‌লুম একটু কাছে ঘেঁষলেই একেবারে চরম রাঙা রাঙিয়ে দিত!

ঠাকুরদাদা। বেশ করেছিস ঘেঁষিস্ নি! পৃথিবীতে ওদের নির্ব্বাসন দণ্ড—ওদের তফাতে রেখে চল্‌তেই হবে।

(বাউলের দলের গান)

যা ছিল কালো ধলো
তোমার রঙে রঙে রাঙা হল।
যেমন রাঙাবরণ তোমার চরণ
তার সনে আর ভেদ না র'ল।
রাঙা হল বসন ভূষণ,
রাঙা হল শয়ন স্বপন,
মন হল কেমন দেখ্‌রে, যেমন
রাঙা কমল টলমল!

ঠাকুরদাদা। বেশ ভাই বেশ—খুব খেলা জমেছিল?

বাউল। খুব্ খুব্! সব লালে লাল। কেবল আকাশের চাঁদটাই ফাঁকি দিয়েছে—শাদাই রয়ে গেল!

ঠাকুরদাদা। বাইরে থেকে দেখাচ্চে যেন বড় ভাল-মানুষ! ওর শাদা চাদরটা খুলে দেখ্‌তিস যদি তাহলে ওর বিছে ধরা পড়ত। চুপি চুপি ও যে আজ কত রং ছড়িয়েছে এখানে দাঁড়িয়ে সব

দেখেছি। অথচ ও নিজে কি এমনি শাদাই থেকে যাবে?

গান

আহা, তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা
প্রিয় আমার ওগো প্রিয়!
বড় উতলা আজ পরাণ আমার
খেলাতে হার মানবে কি ও?
কেবল তুমিই কি গো এম্‌নি ভাবে
রাঙিয়ে মোরে পালিয়ে যাবে?
তুমি সাধ করে নাথ ধরা দিয়ে
আমারো রং বক্ষে নিয়ো—
এই হৃৎকমলের রাঙা রেণু
রাঙাবে ঐ উত্তরীয়!

[প্রস্থান।

(গানের দলকে লইয়া ঠাকুরদাদার প্রবেশ)

ঠাকুরদাদা। ও ভাই, রাত ত অর্দ্ধেকের বেশি পেরিয়ে গেল কিন্তু মনের মাতন এখনো যে থাম্‌তে চাইচে না—তোরা ত বাড়ি চলেছিস এখন শেষ নাচটা নাচিয়ে দিয়ে যা।

গান

আয় আয়রে পাগল ভুলবি রে চল আপনাকে!
তোর একটুখানির আপনাকে।
তুই ফিরিস্‌নে আর এই চাকাটার ঘুরপাকে।
কোন্ হঠাৎ হাওয়ার ঢেউ উঠে
তোর ঘরের আগল যায় টুটে,
ওরে সুযোগ ধরিস্ বেরিয়ে পড়িস্ সেই ফাঁকে,
তোর দুয়ার-ভাঙার সেই ফাঁকে।

নানান গোলে তুফান তোলে চারদিকে,
বুঝিস্‌নে মন ফিরবি কখন কার দিকে।
তোর আপন বুকের মাঝখানে
কি যে বাজায় কে যে সেই জানে,
ওরে পথের খবর মিলবে রে তোর সেই ডাকে।
তোর আপন বুকের সেই ডাকে।

[গানের দলের প্রস্থান।

(সুরঙ্গমার প্রবেশ)

ঠাকুরদাদা। একি, একি! সুরঙ্গমা, আজ তোমাকে বাইরে দেখ্‌চি যে!

সুরঙ্গমা। প্রভু আবার আমাকে আস্তে আস্তে বাইরে আন্‌চেন।

ঠাকুরদাদা। তোমার পক্ষে বাইরের বিপদ সব কেটে গেছে—তোমার ভাগ্য ভাল।

সুরঙ্গমা। ঠাকুরদাদা, আর ত একটি মানুষও এখানে নেই, সবাই চলে গেছে, তুমি এখন করচ কি?

ঠাকুরদাদা। আমি এবার ভিতরে যাবার সন্ধানে আছি ভাই! ভিড়ের মধ্যে তালপাতার ভেঁপু অনেক বাজিয়েছি, এখন সব বাজনার শেষে বাঁশিওয়ালার একলার বাঁশি শোনবার ইচ্ছে।

গান

এবার রঙিয়ে গেল হৃদয় গগন রঙে রঙে।
আমার সকল বাণী হল মগন রঙে রঙে।
মনে লাগে, দিনের পরে
পথিক এবার আসবে ঘরে;
আমার পূর্ণ হবে পুণ্য লগন রঙে রঙে।
অস্তাচলের সাগর-কূলের এই বাতাসে

ক্ষণে ক্ষণে চক্ষে আমার তন্দ্রা আসে।
সন্ধ্যাযূথীর গন্ধ ভারে
পান্থ যখন আস্‌বে দ্বারে ;
আমার আপনি হবে নিদ্রা ভগন রঙে রঙে।

[ঠাকুরদাদা ও সুরঙ্গমার প্রস্থান

(সুবর্ণ ও রাজা বিক্রমের প্রবেশ)

সুবর্ণ। এ কি কাণ্ড করেছ রাজা বিক্রমবাহু ?

বিক্রম। আমি কেবল এই প্রাসাদের কাছটাতেই আগুন ধরাতে চেয়েছিলুম, সে আগুন যে এত শীঘ্র এমন চারিদিকে ধরে উঠবে সে আমি মনেও করিনি ! এ বাগান থেকে বেরবার পথ কোথায় শীঘ্র বলে দাও।

সুবর্ণ। পথ কোথায় আমি ত কিছুই জানিনে। যারা আমাদের এখানে এনেছিল তাদের এক-জনকেও দেখচিনে।

বিক্রম। তুমি ত এ দেশেরই লোক—পথ নিশ্চয় জান।

সুবর্ণ। অন্তঃপুরের বাগানে কোনো দিনই প্রবেশ করিনি।

বিক্রম। সে আমি বুঝিনে, তোমাকে পথ বলতেই হবে নইলে তোমাকে দুটুকুরো করে কেটে ফেল্‌ব।

সুবর্ণ। তাতে প্রাণ বেরবে, পথ বেরবার কোনো উপায় হবে না।

বিক্রম। তবে কেন বলে বেড়াচ্ছিলে তুমিই এখান-কার রাজা ?

সুবর্ণ। আমি রাজা না, রাজা না। (মাটিতে পড়িয়া জোড় করে) কোথায় আমার রাজা, রক্ষা কর ! আমি পাপিষ্ঠ, আমাকে রক্ষা কর ! আমি

বিদ্রোহী, আমাকে দণ্ড দাও, কিন্তু রক্ষা কর!

বিক্রম। অমন শূন্যতার কাছে চীৎকার করে লাভ কি! ততক্ষণ পথ বের করবার চেষ্টা করা যাক্।

সুবর্ণ। আমি এইখানেই পড়ে রইলুম—আমার যা হবার তাই হবে।

বিক্রম। সে হবে না। পুড়ে মরি ত একলা মরব না—তোমাকে সঙ্গী নেব।

(নেপথ্য হইতে) রক্ষা কর, রক্ষা কর! চারিদিকে আগুন।

বিক্রম। মূঢ়, ওঠ আর দেরি না।

সুদর্শনা। (প্রবেশ করিয়া) রাজা, রক্ষা কর! আগুনে ঘিরেছে।

সুবর্ণ। কোথায় রাজা? আমি রাজা নই।

সুদর্শনা। তুমি রাজা নও?

সুবর্ণ। আমি ভণ্ড, আমি পাষণ্ড। (মুকুট মাটিতে ফেলিয়া) আমার ছলনা ধূলিসাৎ হোক্!

[রাজা বিক্রমের সহিত প্রস্থান

সুদর্শনা। রাজা নয়? এ রাজা নয়? তবে ভগবান্ হুতাশন, দগ্ধ কর আমাকে; আমি তোমারই হাতে আত্মসমর্পণ করবো।

(নেপথ্যে)। রাণি, ওদিকে কোথায় যাও! তোমার অন্তঃপুরের চারিদিকে আগুন ধরে গেছে, ওর মধ্যে প্রবেশ কোরো না।

(সুরঙ্গমার প্রবেশ)

সুরঙ্গমা। এস রাণী!

সুদর্শনা। কোথায় যাব?

সুরঙ্গমা। ঐ আগুনের ভিতর দিয়েই চল।

সুদর্শনা। সে কি কথা?

সুরঙ্গমা। আগুনকে বিশ্বাস কর, যাকে বিশ্বাস করেছিলে, এ তার চেয়ে ভাল।

সুদর্শনা। রাজা কোথায়?

সুরঙ্গমা। রাজাই আছেন ঐ আগুনের মধ্যে। তিনি সোনাকে পুড়িয়ে নেবেন।

সুদর্শনা। সত্যি বল্‌ছিস্?

সুরঙ্গমা। আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, আগুনের ভিতরকার রাস্তা আমি জানি।

[উভয়ের প্রস্থান

(গানের দলের প্রবেশ)

গান

আগুনে হল আগুনময়!
জয় আগুনের জয়!
মিথ্যা যত হৃদয় জুড়ে
এই বেলা সব যাক্ না পুড়ে,
মরণ-মাঝে তোর জীবনের হোক্‌রে পরিচয়!
আগুন এবার চল্‌লরে সন্ধানে
কলঙ্ক তোর কোন্‌খানে যে লুকিয়ে আছে প্রাণে।
আড়াল তোমার যাক্ না ঘুচে,
লজ্জা তোমার যাক্‌রে মুছে,
চিরদিনের মত তোমার ছাই হয়ে যাক্ ভয়॥

[গানের দলের প্রস্থান

(সুদর্শনা ও সুরঙ্গমার পুনঃপ্রবেশ)

সুরঙ্গমা। ভয় নেই, তোমার ভয় নেই।

সুদর্শনা। ভয় আমার নেই—কিন্তু লজ্জা! লজ্জা যে আগুনের মত আমার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। আমার মুখ চোখ, আমার সমস্ত হৃদয়টাকে রাঙা করে রেখেছে।

সুরঙ্গমা। এ দাহ মিট্‌তে সময় লাগ্‌বে।

সুদর্শনা। কোনো দিন মিট্‌বে না, কোনো দিন মিট্‌বে না!

সুরঙ্গমা। হতাশ হোয়ো না রাণী! তোমার সাধ ত মিটেছে, আগুনের মধ্যেই ত আজ দেখে নিলে।

সুদর্শনা। আমি কি এমন সর্ব্বনাশের মধ্যে দেখ্‌তে চেয়েছিলুম? কি দেখলুম জানিনে, কিন্তু বুকের মধ্যে এখনো কাঁপ্‌চে।

সুরঙ্গমা। কেমন দেখলে, রাণী?

সুদর্শনা। ভয়ানক, সে ভয়ানক! সে আমার স্মরণ করতেও ভয় হয়! কালো, কালো! আমার মনে হল ধূমকেতু যে আকাশে উঠেচে সেই আকাশের মত কালো—ঝড়ের মেঘের মত কালো—কূলশূন্য সমুদ্রের মত কালো!

[প্রস্থান

সুরঙ্গমা। যে কালো দেখে আজ তোমার বুক কেঁপে গেছে সেই কালোতেই একদিন তোমার হৃদয় স্নিগ্ধ হয়ে যাবে। নইলে ভালবাসা কিসের?

গান

আমি রূপে তোমায় ভোলাব না,
ভালবাসায় ভোলাব।
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো
গান দিয়ে দ্বার খোলাব।
ভরাব না ভূষণভারে,
সাজাব না ফুলের হারে,
প্রেমকে আমার মালা করে
গলায় তোমার দোলাব।

জান্‌বে না কেউ কোন্‌ তুফানে
তরঙ্গদল নাচ্‌বে প্রাণে,
চাঁদের মত অলখ টানে
জোয়ারে ঢেউ তোলাব ॥

(সুদর্শনার পুনঃপ্রবেশ)

সুদর্শনা। কিন্তু কেন সে আমাকে জোর করে পথ আটকায় না? কেশের গুচ্ছ ধরে কেন সে আমাকে টেনে রেখে দেয় না? আমাকে কিছু সে বল্‌চে না, সেই জন্যেই আরো অসহ্য বোধ হচ্চে।

সুরঙ্গমা। রাজা কিছু বল্‌চে না, কে তোমাকে বল্লে?

সুদর্শনা। অমন করে নয়, চীৎকার করে বজ্রগর্জ্জনে—আমার কান থেকে অন্য সকল কথা ডুবিয়ে দিয়ে। রাজা, আমাকে এত সহজে ছেড়ে দিয়ো না, যেতে দিয়ো না!

সুরঙ্গমা। ছেড়ে দেবেন, কিন্তু যেতে দেবেন কেন?

সুদর্শনা। যেতে দেবেন না? আমি যাবই।

সুরঙ্গমা। আচ্ছা যাও!

সুদর্শনা। আমার দোষ নেই। আমাকে জোর করে তিনি ধরে রাখতে পারতেন কিন্তু রাখ্‌লেন না। আমাকে বাঁধ্‌লেন না—আমি চল্‌লুম। এইবার তাঁর প্রহরীদের হুকুম দিন, আমাকে ঠেকাক্‌।

সুরঙ্গমা। কেউ ঠেকাবে না। ঝড়ের মুখে ছিন্ন মেঘ যেমন অবাধে চলে তেমনি তুমি অবাধে চলে যাও!

সুদর্শনা। ক্রমেই বেগ বেড়ে উঠ্‌চে—এবার নোঙর ছিঁড়ল! হয়ত ডুব্‌ব কিন্তু আর ফিরব না।

[দ্রুত প্রস্থান।

(গানের দলের প্রবেশ)

গান

ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো
আমার মুখের আঁচলখানি।
ঢাকা থাকে না হায় গো
তারে রাখ্‌তে নারি টানি।
আমার রইল না লাজলজ্জা,
আমার ঘুচ্‌ল গো সাজসজ্জা,
তুমি দেখ্‌লে আমারে
এমন প্রলয় মাঝে আনি,
আমায় এমন মরণ হানি॥

হঠাৎ আকাশ উজলি
কা'রে খুঁজে কে ঐ চলে।
চমক লাগায় বিজুলি
আমার আঁধার ঘরের তলে।
তবে নিশীথ গগন জুড়ে
আমার যাক্ সকলি উড়ে,
এই দারুণ কল্লোলে
বাজুক্ আমার প্রাণের বাণী,
কোনো বাঁধন নাহি মানি॥

[প্রস্থান

(সুদর্শনা ও সুরঙ্গমার পুনঃপ্রবেশ)

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা!

সুরঙ্গমা। কি মহারাণী!

সুদর্শনা। আচ্ছা, আর সকলের কি হল?

সুরঙ্গমা। তারা ত রাজার কাছে ধরা পড়েচে।

সুদর্শনা। ধরা পড়েচে ? বল্ দেখি, বন্দীদের তিনি কি প্রাণদণ্ড দিয়েছেন ?

সুরঙ্গমা। প্রাণদণ্ড? আমার রাজা ত কোনোদিন বিনাশ করে শাস্তি দেন না।

সুদর্শনা। তাহলে ওদের কি হল ?

সুরঙ্গমা। ওদের তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। রাজা বিক্রম পরাভব স্বীকার করে দেশে ফিরে গেছেন।

সুদর্শনা। শুনে বাঁচলুম।

সুরঙ্গমা। রাণী মা, তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।

সুদর্শনা। প্রার্থনা কি মুখে জানাতে হবে মনে করে-ছিস্ ? রাজার কাছ থেকে এ পর্য্যন্ত আমি যত আভরণ পেয়েছি সব তোকেই দিয়ে যাব—এ অলঙ্কার আমাকে আর শোভা পায় না।

সুরঙ্গমা। মা, আমি যাঁর দাসী তিনি আমাকে নিরা-ভরণ করেই সাজিয়েছেন। সেই আমার অলঙ্কার। লোকের কাছে গর্ব্ব করতে পারি এমন কিছুই তিনি আমাকে দেননি !

সুদর্শনা। তুই কি চাস ?

সুরঙ্গমা। আমি তোমার সঙ্গে যাব।

সুদর্শনা। কি বলিস্ তুই ? তোর প্রভুকে ছেড়ে দূরে যাবি, এ কি রকম প্রার্থনা ?

সুরঙ্গমা। দূরে নয় মা, তুমি যখন বিপদের মুখে চলেছ তিনি কাছেই থাক্‌বেন।

সুদর্শনা। পাগলের মত বকিস্‌নে। তুই কোন্ সাহসে যেতে চাস্ ?

সুরঙ্গমা। সাহস আমার নেই, শক্তিও আমার নেই। কিন্তু আমি যাব—সাহস আপনি আস্‌বে, শক্তিও হবে।

সুদর্শনা। না, তোকে আমি নিতে পারব না—তোর কাছে থাকলে আমারি বড় গ্লানি হবে—সে আমি সইতে পারব না।

সুরঙ্গমা। মা, তোমার সমস্ত ভালমন্দ আমি নিজের গায়ে মেখে নিয়েছি—আমাকে পর করে রাখতে পারবে না—আমি যাবই!

[উভয়ের প্রস্থান।

(গানের দলের প্রবেশ)

গান

ঐ বুঝি কালবৈশাখী
সন্ধ্যা আকাশ দেয় ঢাকি !
ভয় কিরে তোর ভয় কারে
দ্বার খুলে দিস্ চারিধারে,
শোন দেখি ঘোর হুঙ্কারে
নাম তোরি ঐ যায় ডাকি !

তোর সুরে আর তোর গানে
দিস্ সাড়া তুই ওর পানে।
যা নড়ে তায় দিক্ নেড়ে,
যা যাবে তা যাক্ ছেড়ে,
যা ভাঙা তাই ভাঙ্‌বেরে
যা রবে তাই থাক্ বাকি ॥

[প্রস্থান

২

কাস্তিক নগরের পথ

(গানের দল)

গান

বাধা দিলে বাধ্‌বে লড়াই
মরতে হবে।
পথ জুড়ে কি করবি বড়াই
সরতে হবে।
লুঠ-করা ধন করে' জড়
কে হ'তে চাস্‌ সবার বড়,
এক নিমিষে পথের ধূলায়
পড়তে হবে।
নাড়া দিতে গিয়ে তোমায়
নড়তে হবে।
নীচে ব'সে আছিস্‌ কে রে
কাঁদিস্‌ কেন ?
লজ্জাডোরে আপনাকে রে
বাঁধিস্‌ কেন ?
ধনী যে তুই দুঃখধনে
সেই কথাটি রাখিস্‌ মনে,
ধূলার পরে স্বর্গ তোমায়
গড়তে হবে।
বিনা অস্ত্র বিনা সহায়
লড়তে হবে॥

[প্রস্থান

(নাগরিক দলের প্রবেশ)

প্রথম। এটি ঘটালেন আমাদের রাজকন্যা সুদর্শনা।

দ্বিতীয়। সকল সর্ব্বনাশের মূলেই স্ত্রীলোক আছে। বেদেই ত আছে,—কি আছে বল না হে বটু-কেশ্বর? তুমি বামনের ছেলে।

তৃতীয়। আছে আছে বই কি। বেদে যা খুঁজবে, তাই পাওয়া যাবে—অষ্টাবক্র বলেছেন, নারীনাঞ্চ নখিনাঞ্চ শৃঙ্গিনাং শস্ত্রপাণিনাং—অর্থাৎ কি না—

দ্বিতীয়। আরে বুঝেচি বুঝেচি—আমি থাকি তর্ক-রত্ন পাড়ায়—অনুস্বার বিসর্গের একটা ফোঁটা আমার কাছে এড়াবার জো নেই।

প্রথম। আমাদের এ কেমন হল, যেন সীতার বন-বাস। সীতা ছিলেন ঘরে, কোন আপদ ছিল না; খেয়াল গেল, তিনি বেরলেন বনে, অমনি ধরলে তাঁকে রাবণ এসে, অমনি লঙ্কাকাণ্ড বেধে গেল।

তৃতীয়। দূর বোকা! কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা। সীতা ত ছিলেন তার স্বামীর সঙ্গে, আমাদের রাজকন্যা স্বামীকে ছেড়ে খামখা এলেন বাপের ঘরে, অমনি সাত সাতটা রাজা তাকে কেড়ে নেবার জন্যে আমাদের রাজার সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে দিলে। রাবণ ত ছিল কেবল একটা।

প্রথম। তেমনি ছিল তার দশটা মুণ্ডু, সে কথা ভেবে দেখো, কেমন কিনা? আমি কি হিসেব না করেই বলেচি? কি বল পাড়ে ঠাকুর?

তৃতীয়। তা তুমি মন্দ বলনি! কিন্তু আমি ভাবচি, এখন আমাদের উপায় কি? আমাদের ছিল এক রাজা এখন সাতটা হতে চল্‌ল, বেদে পুরাণে কোথাও ত এর তুলনা মেলে না।

প্রথম। মেলে বই কি—পঞ্চ পাণ্ডবের কথা ভেবে দেখ।

তৃতীয়। আরে সে হল পঞ্চপতি—

প্রথম্। একই কথা! তারা হল পতি, এরা হল্ নৃপতি। কোনোটারই বাড়াবাড়ি স্থবিধে নয়।

তৃতীয়। আমাদের পাঁচকড়ি একেবারে বেদব্যাস হয়ে উঠ্‌ল হে—রামায়ণ মহাভারত ছাড়া কথাই কয় না!

দ্বিতীয়। তোরা ত রামায়ণ মহাভারত নিয়ে পথের মধ্যে আসর জমিয়েছিস, এদিকে আমাদের নিজের কুরুক্ষেত্রে কি ঘট্‌চে খবর কেউ রাখিস্ নে।

প্রথম। ওরে বাবা—সেখানে যাবে কে? খবর যখন আসবে তখন ঘাড়ের উপর এসে আপনি পড়বে—জান্‌তে বাকি থাক্‌বে না।

দ্বিতীয়। ভয় কিসের রে?

প্রথম। তা ত সত্যি। তুমি যাও না।

তৃতীয়। আচ্ছা, চল না ধনঞ্জয়ের ওখানে। সে সব খবর জানে।

দ্বিতীয়। না জান্‌লেও বানিয়ে দিতে জানে।

[প্রস্থান

(গানের দলের প্রবেশ)

গান

পুষ্প দিয়ে মারো যারে
চিন্‌ল না সে মরণকে।
বাণ খেয়ে যে পড়ে, সে যে
ধরে তোমার চরণকে।
সবার নীচে ধূলার পরে
ফেল যারে মৃত্যুশরে

সে যে তোমার কোলে পড়ে
ভয় কিবা তা'র পড়নকে ?
আরামে যার আঘাত ঢাকা,
কলঙ্ক যার সুগন্ধ
নয়ন মেলে' দেখ্‌ল না সে
রুদ্র মুখের আনন্দ।
মজ্‌ল না সে চোখের জলে,
পৌঁছল না চরণতলে,
তিলে তিলে পলে পলে
ম'ল যে জন পালঙ্কে ॥

[প্রস্থান

(সুদর্শনা ও সুরঙ্গমার প্রবেশ)

সুদর্শনা। একদিন আমাকে সকলে সৌভাগ্যবতী বলত, আমি যেখানে যেতুম সেখানেই ঐশ্বর্য্যের আলো জ্বলে উঠ্‌ত। আজ আমি এ কি অকল্যাণ সঙ্গে করে এনেচি! তাই আমি বাপের ঘর ছেড়ে আবার পথে এলুম।

সুরঙ্গমা। মা, যতক্ষণ না সেই রাজার ঘরে পৌঁছবে ততক্ষণ ত পথই বন্ধু।

সুদর্শনা। চুপ কর, চুপ কর, তার কথা আর বলিস্‌নে।

সুরঙ্গমা। তুমি যে তাঁর কাছেই ফিরে যাচ্ছ।

সুদর্শনা। কখনই না।

সুরঙ্গমা। কার উপরে রাগ করচ মা!

সুদর্শনা। আমি তার নাম করতেও চাই নে।

সুরঙ্গমা। আচ্ছা, নাম কোরো না, তাঁর সবুর সইবে।

সুদর্শনা। আমি পথে বেরলুম, সঙ্গে সে এল না?

সুরঙ্গমা। সমস্ত পথ জুড়ে আছেন তিনি।

সুদর্শনা। একবার বারণও করলে না? চুপ করে রইলি যে? বল না, তোর রাজার এ কি রকম ব্যবহার?

সুরঙ্গমা সে ত সবাই জানে, আমার রাজা নিষ্ঠুর। তাঁকে কি কেউ কোন দিন টলাতে পারে?

সুদর্শনা। তবে তুই এমন দিন-রাত ডাকিস্ কেন?

সুরঙ্গমা। সে যেন এমনি পর্ব্বতের মতই চির দিন কঠিন থাকে। আমার দুঃখ আমায় থাক্, সেই কঠিনেরই জয় হোক্!

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, চল্ শীঘ্র এখান থেকে। মনে হচ্চে এই দিকে যেন সৈন্যদল আস্‌চে।

[প্রস্থান

(গানের দলের প্রবেশ)

গান

ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর,
তোমার প্রেম তোমারে এমন ক'রে
করেচে নিষ্ঠুর।
তুমি ব'সে থাক্‌তে দেবে না যে,
দিবানিশি তাই ত বাজে
পরাণ-মাঝে এমন কঠিন সুর।
ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর,
তোমার লাগি দুঃখ আমার
হয় যেন মধুর।
তোমার খোঁজা খোঁজায় মোরে,
তোমার বেদন কাঁদায় ওরে,
আরাম যত করে কোথায় দূর॥

[প্রস্থান

(রাজা বিক্রম ও সুবর্ণের প্রবেশ)

বিক্রম। কে যে বল্‌লে সুদর্শনা এই পথ দিয়ে পালিয়েচে। যুদ্ধে তার বাপকে বন্দী করা মিথ্যে হবে যদি সে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যায়।

সুবর্ণ। পালিয়ে যদি গিয়ে থাকে, তা হলে ত বিপদ কেটে গেছে। এখন ক্ষান্ত হোন।

বিক্রম। কেন বল ত?

সুবর্ণ। দুঃসাহসিকতা হচ্চে।

বিক্রম। তাই যদি না হবে, তবে কাজে প্রবৃত্ত হ'য়ে সুখ কি?

সুবর্ণ। কান্তিকরাজকে ভয় করলেও চলে কিন্তু—

বিক্রম। ঐ কিন্তুটাকে ভয় করতে সুরু করলে জগতে টেকা দায় হয়।

সুবর্ণ। মহারাজ, ঐ কিন্তুটাকে না হয় মন থেকে উড়িয়ে দিলেন, কিন্তু ওযে বাইরে থেকেই হঠাৎ উড়ে এসে দেখা দেয়। ভেবে দেখুন না, বাগানে কি কাণ্ডটা হল। খুব করেই আট-ঘাট বেঁধেছিলেন, তার মধ্যে কোথা থেকে অগ্নিমূর্ত্তি ধরে ঢুকে পড়ল একটা কিন্তু।

(বসুসেন ও বিজয়বর্ম্মার প্রবেশ)

বসুসেন। কান্তিক নগরের অন্তঃপুর ঘুরে এলুম, কোথাও ত তাকে পাওয়া গেল না। দৈবজ্ঞ যে বলেছিল, আমাদের যাত্রা শুভ, সেটা বুঝি মিথ্যা হল।

বিজয়। পাওয়ার চেয়ে না পাওয়াতেই হয়ত শুভ, কে বলতে পারে?

বিক্রম। এ কি উদাসীনের মত কথা বলচ

বসুসেন। এ কি! ভূমিকম্প না কি!

বিক্রম। ভূমিই কাঁপচে বটে, কিন্তু তাই বলে প
কাঁপতে দেওয়া হবে না।

বসুসেন। এটা দুর্লক্ষণ।

বিক্রম। কোনো লক্ষণই দুর্লক্ষণ নয়, যদি সঙ্গে ভ
না থাকে।

বসুসেন। দৃষ্ট কিছুকে ভয় করিনে, কিন্তু অদৃ
পুরুষের সঙ্গে লড়াই চলে না।

বিক্রম। অদৃষ্ট দৃষ্ট হয়েই আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে
খুবই লড়াই চলে।

(যোদ্ধৃবেশে ঠাকুরদাদার প্রবেশ)

বসুসেন। ও কি ও? এ কে?

ঠাকুরদাদা। রাজা এসেছেন।

বসুসেন। রাজা?

বিজয়। কোন্ রাজা?

বসুসেন। কোথাকার রাজা?

ঠাকুরদাদা। আমার রাজা।

বসুসেন। তোমার রাজা?

বিজয়। কে?

বসুসেন। কে সে?

ঠাকুরদাদা। আপনারা সকলেই জানেন তিনি কে।
তিনি এসেছেন।

বসুসেন। এসেছেন?

বিজয়। কি তাঁর অভিপ্রায়?

ঠাকুরদাদা। তিনি আপনাদের আহ্বান করেছেন।

বিক্রম। ইস্! আহ্বান! কি ভাবে আহ্বান
করেছেন?

ঠাকুরদাদা। তাঁর আহ্বান যিনি যে ভাবে গ্রহণ
করতে ইচ্ছা করেন—বাধা নেই—সকল প্রকার
অভ্যর্থনাই প্রস্তুত আছে।

বিক্রম। তুমি কে ?

ঠাকুরদাদা। আমি তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে একজন।

বিক্রম। সেনাপতি ? মিথ্যে কথা ! ভয় দেখাতে এসেছ ? তুমি মনে করেছ তোমার ছদ্মবেশ আমার কাছে ধরা পড়ে নি ? তুমি ত সেই নট।

ঠাকুরদাদা। আপনি আমাকে ঠিক চিনেছেন। আজকের নাট্যে সেনাপতির বেশ পরেচি। সেদিনকার নাচ এক তালে, আজকের নাচ অন্য তালে।

বিক্রম। আচ্ছা, উপযুক্ত সমারোহে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাব—কিন্তু উপস্থিত একটা কাজ আছে সেটা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত তাঁকে অপেক্ষা কর্‌তে হবে।

ঠাকুরদাদা। যখন তিনি আহ্বান করেন তখন তিনি অপেক্ষা করেন না।

বিজয়। আমি তাঁর আহ্বান স্বীকার কর্‌চি। এখনি যাব।

বসুসেন। অপেক্ষা করার কথাটা ভাল ঠেক্‌চে না। আমি চল্লুম।

বিক্রম। আচ্ছা, আমিও যাচ্চি, রাজদূত—কিন্তু সভায় নয়, রণক্ষেত্রে।

ঠাকুরদাদা। রণক্ষেত্রেই আমার প্রভুর সঙ্গে আপনার পরিচয় হবে, সেও অতি উত্তম প্রশস্ত স্থান।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ ! সৈন্যরা প্রায় সকলে পালিয়েচে।

বিক্রম। কেন ?

দূত। তাদের মধ্যে অকারণে কেমন একটা আতঙ্ক ঢুকে গেল—কাউকে আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্চে না।

বিক্রম। আচ্ছা, তাদের ফিরিয়ে আন্‌চি। যুদ্ধের পর হারা চলে কিন্তু যুদ্ধের আগে হার মান্‌তে পারব না। [প্রস্থান।

বিজয়। যার জন্য যুদ্ধ সেও পালায়, যাদের নিয়ে যুদ্ধ তারাও পালায়, এখন আমাদেরই কি পালানো দোষের?

বসুসেন। মনে ধাঁদা লেগেচে, কিন্তু স্থির করতে পারচিনে। [প্রস্থান।

(গানের দলের প্রবেশ)

গান

বসন্ত, তোর শেষ করে দে রঙ্গ।
ফুল ফোটাবার ক্ষ্যাপামী, তার
উদ্দাম তরঙ্গ।
উড়িয়ে দেবার, ছড়িয়ে দেবার
মাতন তোমার থামুক এবার,
নীড়ে ফিরে আসুক তোমার
পথহারা বিহঙ্গ।
সাধের মুকুল কতই পড়্‌ল ঝরে
তারা ধূলা হল, ধূলা দিল ভরে!
প্রখর তাপে জর জর
ফল ফলাবার শাসন ধর,
হেলাফেলার পালা তোমার
এই বেলা হোক ভঙ্গ॥

[প্রস্থান

(সুদর্শনা ও সুরঙ্গমার প্রবেশ)

সুদর্শনা। একি হল? ঘুরে ফিরে সেই একই জায়গায় এসে পড়চি। ঐ যে গোলমাল শোনা যাচ্চে,

মনে হচ্চে আমার চারদিকেই যুদ্ধ চল্‌চে। ঐ যে আকাশ ধূলোয় অন্ধকার। আমি কি এই ঘূর্ণি ধূলোর সঙ্গে সঙ্গেই অনন্তকাল ঘুরে বেড়াব? এর থেকে বেরই কেমন করে?

সুরঙ্গমা। তুমি যে কেবল চলে যেতেই চাচ্চ, ফিরতে চাচ্চ না, সেই জন্য কোথাও পৌঁছতে পাচ্চ না।

সুদর্শনা। কোথায় ফেরবার কথা তুই বলচিস্‌?

সুরঙ্গমা। আমাদের রাজার কাছে। আমি বলে রাখ্‌চি, যে পথ তাঁর কাছে না নিয়ে যাবে সে পথের অন্ত পাবে না কোথাও।

(সৈনিকের প্রবেশ)

সুদর্শনা। কে তুমি?

সৈনিক। আমি কান্তিক নগরের রাজপ্রাসাদের দ্বারী।

সুদর্শনা। শীঘ্র বল সেখানকার খবর কি?

সৈনিক। মহারাজ বন্দী হয়েচেন।

সুদর্শনা। কে বন্দী হয়েচেন?

সৈনিক। আপনার পিতা।

সুদর্শনা। আমার পিতা! কার বন্দী হয়েচেন?

সৈনিক। রাজা বিক্রমবাহুর।

সুদর্শনা। রাজা, রাজা, দুঃখ ত আমি সইতে প্রস্তুত হয়েই বেরিয়েছিলেম, কিন্তু আমার দুঃখ চারদিকে ছড়িয়ে দিলে কেন? যে আগুন আমার বাগানে লেগেছিল, সেই আগুন কি আমি সঙ্গে করে নিয়ে চলেচি? আমার পিতা তোমার কাছে কি দোষ করেচেন?

সুরঙ্গমা। আমরা যে কেউ একলা নই। ভালো মন্দ সবাইকেই ভাগ করে নিতে হয়। সেই জন্যেই ত ভয়, একলার জন্যে ভয় কিসের?

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা!

সুরঙ্গমা। কি মা!

সুদর্শনা। তোর রাজার যদি রক্ষা করবার শক্তি থাকৃত, তাহলে আজ তিনি কি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকৃতে পারতেন?

সুরঙ্গমা। মা, আমাকে কেন বলচ? আমার রাজার হয়ে উত্তর দেবার শক্তি কি আমার আছে? উত্তর যদি দেন ত নিজেই এম্‌নি করে দেবেন যে কারো কিছু বুঝতে বাকি থাকৃবে না।

সুদর্শনা। রাজা, আমার পিতাকে রক্ষা করবার জন্যে যদি তুমি আস্‌তে, তাহলে তোমার যশ বাড়ত বই কম্‌ত না। (প্রস্থানোদ্যম)

সুরঙ্গমা। কোথায় যাচ্ছ?

সুদর্শনা। রাজা বিক্রমের শিবিরে। আমাকে বন্দী করুন তিনি, আমার পিতাকে ছেড়ে দিন। আমি নিজেকে যতদূর নত করতে পারি করব, দেখি কোথায় এসে ঠেকৃলে তোর রাজার সিংহাসন নড়ে। [প্রস্থান।

(গানের দলের প্রবেশ)

গান

যেতে যেতে একলা পথে
নিবেচে মোর বাতি।
ঝড় এসেচে, ওরে, এবার
ঝড়কে পেলেম সাথী।
আকাশ-কোণে সর্ব্বনেশে
ক্ষণে ক্ষণে উঠ্‌চে হেসে,
প্রলয় আমার কেশে বেশে
করচে মাতামাতি।

যে পথ দিয়ে যেতেছিলেম
ভুলিয়ে দিল তা'রে,
আবার কোথা চল্‌তে হবে
গভীর অন্ধকারে।
বুঝি বা এই বজ্ররবে
নূতন পথের বার্ত্তা কবে,
কোন্ পুরীতে গিয়ে তবে
প্রভাত হবে রাতি॥

[প্রস্থান

(বসুসেন ও বিজয়বর্ম্মার প্রবেশ)

বসুসেন। যুদ্ধের আরম্ভেই যুদ্ধ শেষ হয়ে আছে, ভাঙা সৈন্য কুড়িয়ে এনে কখনো লড়াই চলে?

বিজয়। বিক্রমবাহুকে কিছুতেই ফেরাতে পারলুম না।

বসুসেন। সে আত্মবিনাশের নেশায় উন্মত্ত।

বিজয়। কিন্তু কে আমাকে বল্‌লে, রণক্ষেত্রে সে যেমনি গিয়ে পৌঁচেছে অমনি তার বুকে লেগেচে ঘা। এতক্ষণে তার কি হল কিছুই বলা যায় না।

বসুসেন। আমার কাছে এইটেই সব চেয়ে অদ্ভুত ঠেকৃচে যে, আমরা আয়োজন করলুম কত দিন থেকে, সমারোহ হল ঢের, কিন্তু শেষ হবার বেলায় এক পলকেই কি যে হয়ে গেল ভাল বুঝতে পারা গেল না।

বিজয়। সমস্ত রাত্রির তারা যেমন প্রভাত-সূর্য্যের এক কটাক্ষেই নিবে যায়।

বসুসেন। এখন চল।

বিজয়। কোথায়?

বসুসেন। ধরা দিতে।

বিজয়। ধরা দিতে, না পালাতে ?

বসুসেন। পালানোর চেয়ে ধরা দেওয়া সহজ হবে।

[প্রস্থান।

(গানের দলের প্রবেশ)

গান

এখনো গেল না আঁধার,
এখনো রহিল বাধা।
এখনো মরণ ব্রত
জীবনে হল না সাধা।
কবে যে দুঃখ জ্বালা
হবেরে বিজয় মালা,
ঝলিবে অরুণ রাগে
নিশীথ রাতের কাঁদা !
এখনো নিজেরি ছায়া
রচিছে কত যে মায়া।
এখনো কেন যে মিছে
চাহিছে কেবলি পিছে,
চকিতে বিজলি আলো
চোখেতে লাগাল ধাঁদা॥

[প্রস্থান

(সুদর্শনা ও সুরঙ্গমার প্রবেশ)

সুরঙ্গমা। এ লজ্জা কাটবে।

সুদর্শনা। কাটবে বৈ কি সুরঙ্গমা—সমস্ত পৃথিবীর কাছে আমার নীচু হবার দিন এসেছে। কিন্তু, কই রাজা এখনো কেন আমাকে নিতে আসচেন না ? আরো কিসের জন্যে তিনি অপেক্ষা করচেন ?

সুরঙ্গমা। আমি ত বলেছি, আমার রাজা নিষ্ঠুর—বড় নিষ্ঠুর!

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, তুই যা, একবার তাঁর খবর নিয়ে আয়গে।

সুরঙ্গমা। কোথায় তাঁর খবর নেব তা ত কিছুই জানি নে। ঠাকুরদাদাকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছি—তিনি এলে হয় ত তাঁর কাছ থেকে সংবাদ পাওয়া যাবে।

সুদর্শনা। হায় কপাল, লোককে ডেকে ডেকে তাঁর খবর নিতে হবে আমার এমন দশা হয়েছে!—না, না, ছুঃখ করব না—যা হওয়া উচিত ছিল তাই হয়েছে—ভালই হয়েছে—কিছু অন্যায় হয় নি। [প্রস্থান

(গানের দলের প্রবেশ)

গান

বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছ,
কেমনে দিই ফাঁকি?
আধেক ধরা পড়েছি গো,
আধেক আছে বাকী।
কেন জানি আপ্‌না ভুলে
বারেক হৃদয় যায়রে খুলে,
বারেক তারে ঢাকি,—
আধেক ধরা পড়েচি গো
আধেক আছে বাকি।
বাইরে আমার শুক্তি যেন
কঠিন আবরণ—
অন্তরে মোর তোমার লাগি
একটি কান্না-ধন।

হৃদয় বলে, তোমার দিকে
রইবে চেয়ে অনিমিখে,
চায় না কেন আঁখি ?
আধেক ধরা পড়েছি যে
আধেক আছে বাকী ॥

[প্রস্থান

(সুদর্শনা, সুরঙ্গমা ও ঠাকুরদাদার প্রবেশ)

সুদর্শনা। শুনেছি তুমি আমার রাজার বন্ধু—আমার প্রণাম গ্রহণ কর, আমাকে আশীর্ব্বাদ কর।

ঠাকুরদাদা। কর কি, কর কি রাণী! আমি কারো প্রণাম গ্রহণ করিনে। আমার সঙ্গে সকলের হাসির সম্বন্ধ।

সুদর্শনা। তোমার সেই হাসি দেখিয়ে দাও—আমাকে সুসংবাদ দিয়ে যাও। বল আমার রাজা কখন আমাকে নিতে আস্‌বেন ?

ঠাকুরদাদা। ঐ ত বড় শক্ত কথা জিজ্ঞাসা করলে! আমার বন্ধুর ভাবগতিক কিছুই বুঝিনে, তার আর বল্‌ব কি ? যুদ্ধ ত শেষ হয়ে গেল, তিনি যে কোথায় তার কোনো সন্ধান নেই!

সুদর্শনা। চলে গিয়েছেন ?

ঠাকুরদাদা। সাড়া শব্দ ত কিছুই পাইনে।

সুদর্শনা। চলে গিয়েছেন ? তোমার বন্ধু এমনি বন্ধু !

ঠাকুরদাদা। সেই জন্যে লোকে তাকে নিন্দেও করে সন্দেহ করে! কিন্তু আমার রাজা তাতে খেয়ালও করে না।

সুদর্শনা। চলে গেলেন ? ওরে, ওরে, কি কঠিন, কি কঠিন! একেবারে পাথর, একেবারে বজ্র !

সমস্ত বুক দিয়ে ঠেলেছি—বুক ফেটে গেল—কিন্তু নড়ল না! ঠাকুরদাদা, এমন বন্ধুকে নিয়ে তোমার চলে কি করে?

ঠাকুরদাদা। চিনে নিয়েছি যে—সুখে দুঃখে তাঁকে চিনে নিয়েছি—এখন আর সে কাঁদাতে পারে না।

সুদর্শনা। আমাকেও সে কি চিন্‌তে দেবে না?

ঠাকুরদাদা। দেবে বই কি? নইলে এত দুঃখ দিচ্চে কেন? ভাল করে চিনিয়ে তবে ছাড়বে, সে ত সহজ লোক নয়!

সুদর্শনা। আচ্ছা আচ্ছা, দেখব তার কত বড় নিষ্ঠুরতা! এই জান্‌লার কাছে আমি চুপ করে পড়ে থাকব—এক পাও নড়ব না—দেখি সে কেমন না আসে!

ঠাকুরদাদা। দিদি তোমার বয়স অল্প—জেদ করে অনেক দিন পড়ে থাক্‌তে পার—কিন্তু আমার যে এক মুহূর্ত্ত গেলেও লোকসান বোধ হয়! পাই না পাই একবার খুঁজতে বেরব! [প্রস্থান

সুদর্শনা। চাইনে, তাকে চাইনে! সুরঙ্গমা, তোর রাজাকে আমি চাইনে! কিসের জন্যে সে যুদ্ধ করতে এল? আমার জন্যে একেবারেই না? কেবল বীরত্ব দেখাবার জন্যে?

সুরঙ্গমা। দেখাবার ইচ্ছে তাঁর যদি থাকত তা হলে এমন করে দেখাতেন, কারো আর সন্দেহ থাকত না। দেখান আর কই?

সুদর্শনা। যা যা চলে যা—তোর কথা অসহ্য বোধ হচ্চে! এত নত করলে তবু সাধ মিট্‌ল না? বিশ্বসুদ্ধ লোকের সামনে আমাকে এইখানে ফেলে রেখে দিয়ে চলে গেল? [প্রস্থান

(গানের দলের প্রবেশ)

গান

সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি
তারায় তারায় খচিত,
স্বর্ণে রত্নে শোভন লোভন জানি
বর্ণে বর্ণে রচিত।
খড়্গ তোমার আরো মনোহর লাগে
বাঁকা বিদ্যুতে আঁকা সে,
গরুড়ের পাখা রক্ত রবির রাগে
যেন গো অস্ত আকাশে।
জীবন-শেষের শেষ জাগরণসম
ঝলসিছে মহা বেদনা—
নিমেষে দাহিছে যাহা কিছু আছে মম
তীব্র ভীষণ চেতনা।
সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি
তারায় তারায় খচিত—
খড়্গ তোমার, হে দেব বজ্রপানি,
চরম শোভায় রচিত।

[প্রস্থান

(নাগরিক দলের প্রবেশ)

১ম। ওহে এতগুলো রাজা একত্র হয়ে লড়াই বাধিয়ে দিলে, ভাবলুম খুব তামাসা হবে—কিন্তু দেখ্‌তে দেখ্‌তে কি যে হয়ে গেল, ভাল বোঝাই গেল না!

২য়। দেখলে না, ওদের নিজেদের মধ্যেই গোলমাল বেধে গেল—কেউ যে কাউকে বিশ্বাস করে না।

৩য়। পরামর্শ ঠিক রইল না যে। কেউ এগোতে চায় কেউ পিছতে চায়—কেউ এ দিকে যায়

কেউ ওদিকে যায়, এ'কে কি আর যুদ্ধ বলে? কিন্তু লড়েছিল রাজা বিক্রমবাহু, সে কথা বল্‌তেই হবে।

১ম। সে যে হেরেও হারতে চায় না।

২য়। শেষকালে অস্ত্রটা একেবারে তার বুকে এসে লাগ্‌ল।

৩য়। সে যে পদে পদেই হারছিল, তা যেন টেরও পাচ্ছিল না।

১ম। অন্য রাজারা ত তাকে ফেলে কে কোথায় পালালো, তার ঠিক নেই।

[সকলের প্রস্থান

(গানের দলের প্রবেশ)

গান

যখন তোমায় আঘাত করি
তখন চিনি।

শত্রু হয়ে দাঁড়াই যখন
লও যে জিনি।

এ প্রাণ যত নিজের তরে
তোমারি ধন হরণ করে
ততই শুধু তোমার কাছে
হয় সে ঋণী।

উজিয়ে যেতে চাই যত বার
গর্ব্বসুখে,
তোমার স্রোতের প্রবল পরশ
পাই যে বুকে।

আলো যখন আলসভরে
নিবিয়ে ফেলি আপন ঘরে
লক্ষ তারা জ্বালায় তোমার
নিশীথিনী ॥

[প্রস্থান

(নাগরিকদলের পুনঃপ্রবেশ)

১ম। শুনেচি বিক্রমবাহু মরেনি।

৩য়। না, কিন্তু তার বুকের মধ্যে যে হারের চিহ্নটা আঁকা রইল, সে ত আর এ জন্মে মুছবে না।

১ম। কিন্তু বিক্রমবাহুর বিচারটা কি রকম হল?

২য়। শুনেচি বিচারকর্ত্তা স্বহস্তে রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েচে।

৩য়। এটা কিন্তু একেবারেই বোঝা গেল না!

২য়। বিচারটা যেন কেমন বেখাপ রকম শোনাচ্চে!

১ম। তা ত বটেই! অপরাধ যা কিছু করেছে, সে ত ঐ বিক্রমবাহুই!

২য়। আমি যদি বিচারক হতুম, তা হলে কি আর আস্ত রাখতুম? ওর আর চিহ্ন দেখাই যেত না!

৩য়। কি জানি ভাই মস্ত বিচারকর্ত্তা—ওদের বুদ্ধি এক রকমের।

১ম। ওদের বুদ্ধি বলে কিছু আছে কি! ওদের সবই মর্জ্জি। কেউ ত বলবার লোক নেই।

২য়। যা বলিস্ ভাই, আমাদের হাতে শাসনের ভার যদি পড়ত, তাহলে এর চেয়ে ঢের ভাল করে চালাতে পারতুম।

৩য়। সে কি একবার করে বল্‌তে!

[সকলের প্রস্থান

(গানের দলের প্রবেশ)

গান

ঐ ঝঞ্ঝার ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে
বাজ্‌ল ভেরী, বাজ্‌ল ভেরী।
কখন আমার খুলবে দুয়ার
নাইক দেরি, নাইক দেরি।
তোমার ত নয় ঘরের মেলা
কোণের খেলা নয়,
তোমার সঙ্গে বিষম রঙ্গে
জগৎ জুড়ে ফেরাফিরি।
মরণ তোমার পারের তরী,
কাঁদন তোমার পালের হাওয়া,
তোমার বীণা বাজায় প্রাণে
বেরিয়ে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া।
ভাঙল যাহা পড়ল ধূলায়
যাক্ না চুলায় গো,
ভরল যা তাই দেখনারে ভাই
বাতাস ঘেরি আকাশ ঘেরি।

[প্রস্থান

(ঠাকুরদাদা ও বিক্রমবাহুর প্রবেশ)

ঠাকুরদাদা। একি বিক্রমরাজ, তুমি পথে যে!
বিক্রম। তোমার রাজা আমাকে পথেই বের করেছে।
ঠাকুরদাদা। ঐ ত তার স্বভাব!
বিক্রম। তার পরে আর নিজের দেখা নেই।
ঠাকুরদাদা। সেও তার এক কৌতুক।
বিক্রম। কিন্তু আমাকে এমন করে আর কত দিন এড়াবে? যখন কিছুতেই তাকে রাজা বলে

মানতেই চাইনি তখন কোথা থেকে কালবৈশাখীর মত এসে এক মুহূর্ত্তে আমার ধ্বজা পতাকা ভেঙে উড়িয়ে ছারখার করে দিলে আর আজ তার কাছে হার মানবার জন্যে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি, তার আর দেখাই নেই।

ঠাকুরদাদা। তা হোক, সে যত বড় রাজাই হোক্ হার-মানার কাছে তাকে হার মানতেই হবে। কিন্তু রাজন্, রাত্রে বেরিয়েছ যে।

বিক্রম। ঐ লজ্জাটুকু এখনো ছাড়তে পারিনি। রাজা বিক্রম থালায় মুকুট সাজিয়ে তোমার রাজার মন্দির খুঁজে বেড়াচ্ছে, এই যদি দিনের আলোয় লোকে দেখে তাহলে যে তারা হাস্‌বে।

ঠাকুরদাদা। লোকের ঐ দশা বটে। যা দেখে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যায় তাই দেখেই বাঁদররা হাসে!

বিক্রম। কিন্তু ঠাকুরদাদা, তুমিও পথে যে!

ঠাকুরদাদা। আমিও সর্ব্বনাশের পথ চেয়ে আছি।

গান

আমার সকল নিয়ে বসে আছি
সর্ব্বনাশের আশায়।
আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি
পথে যে জন ভাসায়।

বিক্রম। কিন্তু ঠাকুরদাদা, যে ধরা দেবে না তার কাছে ধরা দিয়ে লাভ কি বল।

ঠাকুরদাদা। তার কাছে ধরা দিলে এক সঙ্গেই ধরাও দেওয়া হয় ছাড়াও পাওয়া যায়।

যে জন দেয় না দেখা যায় যে দেখে
ভালবাসে আড়াল থেকে

আমার　　মন মজেছে সেই গভীরের
　　　　গোপন ভালবাসায় !

[প্রস্থান

(গানের দলের প্রবেশ)

গান

দুঃখ যদি না পাবে ত
　　দুঃখ তোমার ঘুচ্‌বে কবে ?
বিষকে বিষের দাহ দিয়ে
　　দাহন করে' মারতে হবে।
জ্বল্‌তে দে তোর আগুনটারে
ভয় কিছু না করিস্‌ তা'রে,
ছাই হ'য়ে সে নিভ্‌বে যখন
　　জ্বল্‌বে না আর কভু তবে।
এড়িয়ে তাঁরে পালাস্‌ না রে
　　ধরা দিতে হোস্‌ না কাতর।
দীর্ঘ পথে ছুটে ছুটে
　　দীর্ঘ করিস্‌ দুঃখটা তোর।
মর্‌তে মর্‌তে মরণটারে
শেষ ক'রে দে একেবারে,
তা'র পরে সেই জীবন এসে
　　আপন আসন আপনি লবে॥

[প্রস্থান

(সুদর্শনা ও সুরঙ্গমার প্রবেশ)

সুদর্শনা। বেঁচেছি, বেঁচেছি সুরঙ্গমা! হার মেনে তবে বেঁচেছি। ওরে বাসরে! কি কঠিন অভিমান! কিছুতেই গল্‌তে চায় না। আমার রাজা কেন আমার কাছে আসতে যাবে—আমিই তার কাছে যাব, এই কথাটা কোনোমতেই মনকে

বলাতে পারছিলুম না! সমস্ত রাতটা সেই জানলায় পড়ে ধুলোয় লুটিয়ে কেঁদেছি—দক্ষিণে হাওয়া বুকের বেদনার মত হুহু করে বয়েছে, আর কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর অন্ধকারে বউকথাকও চার পহর রাত কেবলি ডেকেছে—সে যেন অন্ধকারের কান্না!

সুরঙ্গমা। আহা কালকের রাতটা মনে হয়েছিল যেন কিছুতেই আর পোহাতে চায় না!

সুদর্শনা। কিন্তু বল্লে বিশ্বাস করবিনে, তারি মধ্যে বার বার আমার মনে হচ্ছিল কোথায় যেন তার বীণা বাজ্‌ছে। যে নিষ্ঠুর, তার কঠিন হাতে কি অমন মিনতির সুর বাজে? বাইরের লোক আমার অসম্মানটাই দেখে গেল—কিন্তু গোপন রাত্রের সেই সুরটা কেবল আমার হৃদয় ছাড়া আর ত কেউ শুন্‌ল না! সে বীণা তুই কি শুনেছিলি সুরঙ্গমা? না, সে আমার স্বপ্ন?

সুরঙ্গমা। সেই বীণা শুন্‌ব বলেই ত তোমার কাছে কাছে আছি। অভিমান-গলানো সুর বাজবে জেনেই কান পেতে পড়ে ছিলুম। [প্রস্থান

(গানের দলের প্রবেশ)

গান

আমার অভিমানের বদলে আজ নেব
তোমার মালা।
আজ নিশিশেষে শেষ করে দিই চোখের
জলের পালা॥
আমার কঠিন হৃদয়টারে
ফেলে দিলেম পথের ধারে,
তোমার চরণ দেবে তারে মধুর
পরশ পাষাণ-গলা।

ছিল আমার আঁধারখানি,
তারে তুমিই নিলে টানি,
তোমার প্রেম এল যে আগুন হয়ে
করল তারে আলা।
সেই যে আমার কাছে আমি
ছিল সবার চেয়ে দামী
তারে উজাড় করে সাজিয়ে দিলেম
তোমার বরণ ডালা ॥

[প্রস্থান ।

(সুদর্শনা ও সুরঙ্গমার পুনঃপ্রবেশ)

সুদর্শনা। তার পণটাই রইল—পথে বের করলে তবে ছাড়লে। মিলন হলে এই কথাটাই তাকে বলব যে, আমিই এসেছি, তোমার আসার অপেক্ষা করিনি। বলব চোখের জল ফেলতে ফেল্‌তে এসেছি—কঠিন পথ ভাঙ্‌তে ভাঙ্‌তে এসেছি! এ গর্ব্ব আমি ছাড়ব না!

সুরঙ্গমা। কিন্তু সে গর্ব্বও তোমার টিঁকবে না। সে যে তোমারও আগে এসেছিল নইলে তোমাকে বার করে কার সাধ্য!

সুদর্শনা। তা হয় ত এসেছিল—আভাস পেয়েছিলুম কিন্তু বিশ্বাস করতে পারিনি। যতক্ষণ অভিমান করে বসে ছিলুম ততক্ষণ মনে হয়েছিল সেও আমাকে ছেড়ে গিয়েছে—অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে যখনি রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম তখনি মনে হল সেও বেরিয়ে এসেছে, রাস্তা থেকেই তাকে পাওয়া সুরু করেছি। এখন আমার মনে আর কোনো ভাবনা নেই। তার জন্যে এত যে দুঃখ এই দুঃখই আমাকে তার সঙ্গ দিচ্চে—এত কষ্টের

রাস্তা আমার পায়ের তলায় যেন সুরে সুরে বেজে উঠ্‌চে—এ যেন আমার বীণা, আমার দুঃখের বীণা—এরই বেদনার গানে তিনি এই কঠিন পাথরে এই শুক্‌নো ধুলোয় আপনি বেরিয়ে এসে-ছেন—আমার হাত ধরেছেন—সেই আমার অন্ধকার ঘরের মধ্যে যেমন করে হাত ধরতেন—হঠাৎ চম্‌কে উঠে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ত—এও সেই রকম। কে বলে, তিনি নেই—সুরঙ্গমা তুই কি বুঝতে পারচিস্‌নে তিনি লুকিয়ে এসে-ছেন? [প্রস্থান

(গানের দলের প্রবেশ)

গান

আমার আর হবে না দেরী
আমি শুনেছি ঐ বাজে তোমার ভেরী।
তুমি কি নাথ দাঁড়িয়ে আছ
আমার যাবার পথে
মনে হয় যে ক্ষণে ক্ষণে মোর বাতায়ন হতে
তোমায় যেন হেরি।
আমার স্বপন হল সারা
এখন প্রাণে বীণা বাজায় ভোরের তারা।
দেবার মত যা ছিল মোর
নাই কিছু আর হাতে
তোমার আশীর্ব্বাদের মেলা
নেব কেবল মাথে
আমার ললাটে ঘেরি ॥

[প্রস্থান

(সুদর্শনা ও সুরঙ্গমার পুনঃপ্রবেশ)

সুদর্শনা। ও কেও! চেয়ে দেখ সুরঙ্গমা, এত

রাত্রে এই আঁধার পথে আরো একজন পথিক বেরিয়েচে যে!

সুরঙ্গমা। মা, এ যে বিক্রম রাজা দেখচি।

সুদর্শনা। বিক্রম রাজা?

সুরঙ্গমা। ভয় কোরো না মা!

সুদর্শনা। ভয়! ভয় কেন করব? ভয়ের দিন আমার আর নেই।

বিক্রম। (প্রবেশ করিয়া) মা, তুমিও চলেচ বুঝি! আমিও এই এক পথেরই পথিক! আমাকে কিছুমাত্র ভয় কোরোনা।

সুদর্শনা। ভালই হয়েছে বিক্রমরাজ—আমরা দুজনে তাঁর কাছে পাশাপাশি চলেচি, এ ঠিক হয়েছে। ঘর ছেড়ে বেরবার মুখেই তোমার সঙ্গে আমার যোগ হয়েছিল—আজ ঘরে ফেরবার পথে সেই যোগই যে এমন শুভ যোগ হয়ে উঠ্‌বে তা আগে কে মনে করতে পারত!

বিক্রম। কিন্তু মা, তুমি যে হেঁটে চলেছ এ ত তোমাকে শোভা পায় না। যদি অনুমতি কর তা হলে এখনি রথ আনিয়ে দিতে পারি।

সুদর্শনা। না, না, অমন কথা বোলো না—যে পথ দিয়ে তাঁর কাছ থেকে দূরে এসেছি, সেই পথের সমস্ত ধূলোটা পা দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে ফিরব তবেই আমার বেরিয়ে আসা সার্থক হবে। রথে করে নিয়ে গেলে আমাকে ফাঁকি দেওয়া হবে।

সুরঙ্গমা। মহারাজ, তুমিও ত আজ ধূলোয়। এ পথে ত হাতি ঘোড়া রথ কারো দেখিনি!

সুদর্শনা। যখন রাণী ছিলুম তখন কেবল সোনা-রূপোর মধ্যেই পা ফেলেছি—আজ তাঁর ধূলোর মধ্যে চলে আমার সেই ভাগ্যদোষ খণ্ডিয়ে নেব!

আজ আমার সেই ধূলোমাটির রাজার সঙ্গে পদে পদে এই ধূলোমাটিতে মিলন হচ্চে, এ সুখের খবর কে জান্ত!

সুরঙ্গমা। রাণী মা, ঐ দেখ, পূর্ব্বদিকে চেয়ে দেখ ভোর হয়ে আস্‌চে। আর দেরি নেই মা—তাঁর প্রাসাদের সোনার চূড়ার শিখর দেখা যাচ্ছে।

[প্রস্থান।

(গানের দলের প্রবেশ)

গান

লুকিয়ে আস আঁধার রাতে
তুমি আমার বন্ধু।
লও যে টেনে কঠিন হাতে
তুমি আমার আনন্দ।
দুঃখ রথের তুমিই রথী
তুমিই আমার বন্ধু,
তুমি সঙ্কট তুমিই ক্ষতি
তুমি আমার আনন্দ॥
শত্রু আমারে কর গো জয়
তুমিই আমার বন্ধু,
রুদ্র তুমি হে ভয়ের ভয়
তুমি আমার আনন্দ॥
বজ্র এসহে বক্ষ চিরে
তুমিই আমার বন্ধু,
মৃত্যু লওহে বাঁধন ছিঁড়ে
তুমি আমার আনন্দ॥

[প্রস্থান।

(সুদর্শনা, সুরঙ্গমা ও ঠাকুরদাদার প্রবেশ)

ঠাকুরদাদা। ভোর হল, দিদি, ভোর হল।

সুদর্শনা। তোমাদের আশীর্ব্বাদে পৌঁচেছি।

ঠাকুরদাদা। কিন্তু আমাদের রাজার রকম দেখেছ? রথ নেই, বাদ্য নেই, সমারোহ নেই!

সুদর্শনা। বল কি, সমারোহ নেই? ঐ যে আকাশ একেবারে রাঙা, ফুলগন্ধের অভ্যর্থনায় বাতাস একেবারে পরিপূর্ণ!

ঠাকুরদাদা। তা হোক্, আমাদের রাজা যত নিষ্ঠুর হোক্ আমরা ত তেমন কঠিন হতে পারিনে—আমাদের যে ব্যথা লাগে! এই দীনবেশে তুমি রাজভবনে যাচ্ছ, এ কি আমরা সহ্য করতে পারি? একটু দাঁড়াও আমি ছুটে গিয়ে তোমার রাণীর বেশটা নিয়ে আসি।

সুদর্শনা। না, না, না! সে রাণীর বেশ তিনি আমাকে চিরদিনের মত ছাড়িয়েছেন—সবার সাম্‌নে আমাকে দাসীর বেশ পরিয়েছেন—বেঁচেছি বেঁচেছি—আমি আজ তাঁর দাসী—যে-কেউ তাঁর আছে, আমি আজ সকলের নীচে।

ঠাকুরদাদা। শত্রুপক্ষ তোমার এ দশা দেখে পরিহাস করবে, সেইটে আমাদের অসহ্য হয়।

সুদর্শনা। শত্রুপক্ষের পরিহাস অক্ষয় হোক্—তারা আমার গায়ে ধূলো দিক! আজকের দিনের অভিসারে সেই ধূলোই আমার অঙ্গরাগ।

ঠাকুরদাদা। এর উপরে আর কথা নেই। এখন আমাদের বসন্ত-উৎসবের শেষ খেলাটাই চলুক—ফুলের রেণু এখন থাক, দক্ষিণে হাওয়ায় এবার ধূলো উড়িয়ে দিক! সকলে মিলে আজ ধূসর হয়ে প্রভুর কাছে যাব! গিয়ে দেখ্‌ব তার গায়েও ধূলো মাখা! তাকে বুঝি কেউ ছাড়ে, মনে করছ? যে পায় তার গায়ে মুঠো মুঠো ধূলো দেয় যে!

বিক্রম। ঠাকুর্দ্দা, তোমাদের এই ধূলোর খেলায় আমাকেও ভুলো না! আমার এই রাজবেশটাকে এম্‌নি মাটী করে নিয়ে যেতে হবে যাতে এ'কে আর চেনা না যায়।

ঠাকুরদাদা সে আর দেরী হবে না ভাই। যেখানে নেবে এসেছ এখানে যত তোমার মিথ্যে মান সব ঘুচে গেছে—এখন দেখতে দেখতে রং ফিরে যাবে। আর এই আমাদের রাণীকে দেখ, ও নিজের উপর ভারি রাগ করেছিল—মনে করে-ছিল গয়না ফেলে দিয়ে নিজের ভুবনমোহন রূপকে লাঞ্ছনা দেবে, কিন্তু সে রূপ অপমানের আঘাতে আরো ফুটে পড়েছে—সে যেন কোথাও আর কিছু ঢাকা নেই। আমাদের রাজাটির নিজের নাকি রূপের সম্পর্ক নেই তাই ত এই বিচিত্র রূপ সে এত ভালবাসে, এই রূপই ত তার বক্ষের অলঙ্কার। সেই রূপ আপন গর্ব্বের আবরণ ঘুচিয়ে দিয়েছে—আজ আমার রাজার ঘরে কি সুরে যে এতক্ষণে বীণা বেজে উঠেছে, তাই শোন্‌বার জন্যে প্রাণটা ছটফট করচে।

সুরঙ্গমা। ঐ যে সূর্য্য উঠল!

সুদর্শনা। আজ আমার অন্ধকারের দ্বার খুলেচে। এখন সেখান থেকে বেরবার আগে আমার অন্ধকারের প্রভুকে আমার নিষ্ঠুরকে আমার ভয়ানককে প্রণাম করে নিই।

[সকলের প্রস্থান

———

(গানের দলের প্রবেশ)

গান

অরূপ বীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে,
সে বীণা আজি উঠিল বাজি হৃদয়-মাঝে।
ভুবন আমার ভরিল সুরে,
ভেদ ঘুচে যায় নিকটে দূরে,
সেই রাগিণী লেগেচে আমার সকল কাজে।

হাতে পাওয়ার চোখে চাওয়ার সকল বাঁধন,
গেল কেটে আজ সফল হল সকল কাঁদন।
সুরের রসে হারিয়ে যাওয়া
সেই ত দেখা সেই ত পাওয়া,
বিরহ মিলন মিলে গেল আজ সমান সাজে॥